Contents

পঞ্চদশ বর্ষ

চতুর্থ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

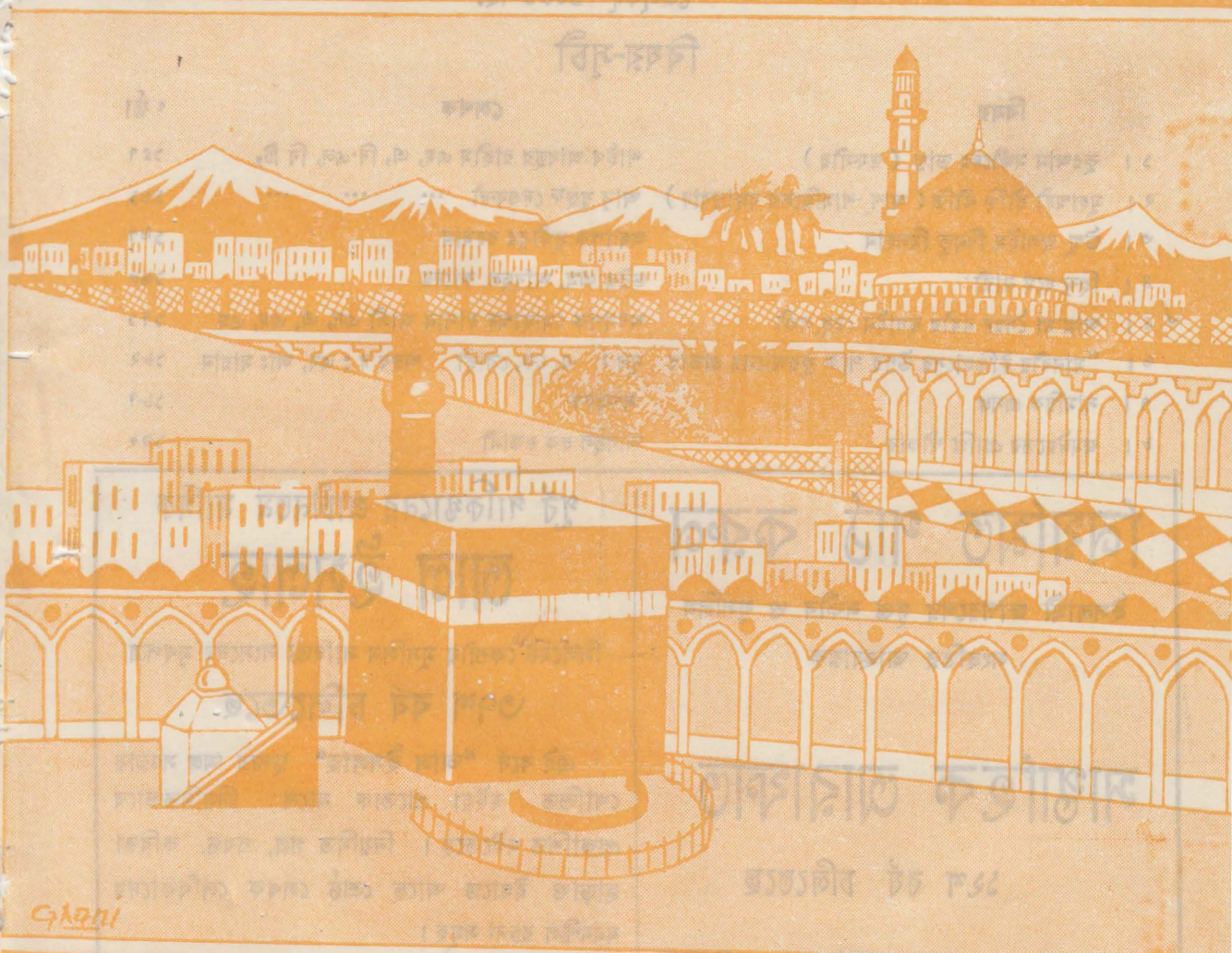

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি, এল, বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

পঞ্চদশ বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা

পৌষ-মাঘ—১৩৭৫ বাং | জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী—১৯৬৯ ইং

জেল্‌কদ্‌—১৩৮৮ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি টি,	১৫৭
২।	মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ্‌-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ যুসুফ দেওবন্দী	১৬১
৩।	উম্মু সুলাইম বিনতু মিলহান	অধ্যাপক মুজীবুর রহমান	১৬৭
৪।	হিন্দু ধর্মে নারী	ডক্টর এম, আবদুল কাদের	১৬৮
৫।	আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসাইন দেহ্‌লভী	অধ্যাপক মোহাম্মদ হাসান আলী এস, এ, এম, এম	১৭১
৬।	"মানবীয় ইতিহাসের উপর পাক কুরআনের প্রভাব	মূল : এ, কে, ব্রোহী অনুবাদ : এম, আঃ মান্নান	১৮২
৭।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	১৮৭
৮।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	১৯০

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১২শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬·৫০ ষান্মাষিক : ৩·৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৭শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে **"আল ইসলাহ"** সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিস্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—**আল ইসলাহ**

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলেট

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ স্থল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পঞ্চদশ বর্ষ	পৌষ-মাঘ, ১৩৭৫ বংগাব্দ ; জেল্‌হজ্জ, ১৩৮৮ হিঃ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ ;	চতুর্থ সংখ্যা

শাইখ আবদুর রাহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُوْرَةُ الْمُلْكِ —সূরাতুল্-মুল্‌ক

'সূরাতুল-মুল্‌ক এর ফাযীলাত ও মর্যাদা—এই সূরার ফাযীলাত সম্পর্কে যে হাদীসগুলি পাওয়া যায় তাহা এই ঃ

(১) আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, কুরআনে ত্রিশ আয়াতের একটি সূরা আছে। ঐ সূরাটি একজন লোকের জন্য অতীত কালে সুপারিশ করিতে থাকিলে ঐ লোকটিকে ক্ষমা করা হয়। (অপর অর্থ—ঐ সূরাটি (উহা পাঠকারী) লোকের জন্য সুপারিশ করিতে থাকিবে এবং অবশেষে ঐ লোকটিকে ক্ষমা করা হইবে।) উহা হইতেছে 'তাবারাকাল্‌-লাযী বিয়াদিহিল মুল্‌ক' সূরাটি।—জামি' তিরমিযী (তুহ্‌ফা, ৪ | ৪৭)

(২) ইব্‌নু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম-এর কোন এক সাহাবী একদা কোন এক স্থানে একটি তাঁবু খাটান। ঘটনাক্রমে ঐ স্থানটিতে একটি কবর ছিল, কিন্তু ঐ সাহাবী তাহা জানিতেন না। তারপর ঐ সাহাবী হঠাৎ শুনিতে পান যে, ঐ কবরের মধ্যে কে একজন লোক যেন সূরাতুল মুল্‌ক পড়িতে পড়িতে উহা সম্পূর্ণ পড়িয়া ফেলিল। তারপর ঐ সাহাবী নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট আসিয়া বলিল, "আল্লার রাসূল, আমি একদা একটি কবরের

www.ahlehadeethbd.org

উপরে তাঁবু খাটাইয়া ফেলি ; কিন্তু আমি ধারণাও করিতে পারি নাই যে, সেখানে কোন কবর থাকিতে পারে। অনন্তর হঠাৎ শুনি, কোন মানুষ ঐ কবরের মধ্যে সূরাতুল্-মুলক পড়িতে পড়িতে উহা সমাপ্ত করিল।" তখন নাবী সল্লাল্লাহু আল্লায়হি অসাল্লাম বলেন, 'ঐ সূরাটি অ'ল্ মানি'আহ অর্থাৎ (কবরের আযাব) রোধকারী ; উহা আল্-মুনজিয়াহ—উহার পাঠককে উহা কবরের আযাব হইতে নাজাত দেয় ও রক্ষা করে।" তিরমিযী (তুহ্ফা : ৪ | ৪৭)

(৩) হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু অন্হু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি আলায়হি অসাল্লাম যে পর্যন্ত সূরাহ আলিফ্-লাম-মীম তানযীল (সূরা আস্-সাজদাহ) ও সূরাহ তাবারাকাল্-লাযী বিয়াদিহিল-মুল্ক না পড়িতেন সেই পর্যন্ত ঘুমাইতেন না। তিরমিযী (তুহ্ফা ৪ | ৪৭ ও ৪ | ২৩২ পৃষ্ঠা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লার নামে।

١ تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

১। চরম সমৃদ্ধিওয়ালা ও সকল সমৃদ্ধি দানকারী হইতেছেন তিনি, যাঁহার হাতে ও অধিকারে রহিয়াছে সকল রাজ্য ও প্রকৃত রাজক্ষমতা ; আর তিনি হইতেছেন প্রত্যেক ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১। تبارك শব্দটি بركة ধাতু হইতে গঠিত تفاعل পরিমাপে এই পরিমাপটি যে সব বিশেষ অর্থ দেয় তার মধ্যে একটি হইতেছে 'অধিকারী ও মালিক হওয়া'। আর بركة শব্দের অর্থ হইতেছে 'বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি' ইত্যাদি। بارك তিনি বৃদ্ধি দিলেন' بارك বৃদ্ধি দান কর। কাজেই تبارك র অর্থ দাঁড়ায় বৃদ্ধির অধিকারী হইল বা বৃদ্ধি লাভ করিল।

এই পরিমাপে আরও দুইটি ক্রিয়া বহুলভাবে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। একটি হইতেছে علو (উচ্চতা) হইতে تعالى এবং অপরটি হইতেছে عظمة (গৌরব) হইতে تعاظم—এই علو ও عظمة উভয়ই অকর্মকরূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া تعالى ও تعاظم শব্দ দুইটি কেবলমাত্র কর্তৃপদীয়রূপে (subjectively) ব্যবহৃত হয়। কাজেই এই শব্দ দুইটির অর্থ হয় যথাক্রমে 'উচ্চ হইলেন' ও 'গৌরবময় হইলেন' ; আর উহাদের তাৎপর্য হয় তিনি অনাদি কাল হইতেই 'উচ্চ' ও গৌরবময় হইয়া রহিয়াছেন।

পক্ষান্তরে بركة বা সমৃদ্ধির অর্থে যেহেতু 'ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি' অর্থ পাওয়া যায় কাজেই تبارك শব্দটি আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কর্তৃপদীয় অর্থেও গ্রহণ করা হয় এবং কর্মকারকীয় অর্থেও (objectively) গ্রহণ করা হয়। কাজেই تبارك এর অর্থ হইবে, (এক) সকল সমৃদ্ধির অধিকারী হইলেন' ; ও (দুই) সমৃদ্ধি দানের অধিকারী হইলেন। দ্বিতীয় অর্থটি সুস্পষ্ট। ইহার তাৎপর্য এই যে, কুল্ মাখ্লূকাতে যে সব সমৃদ্ধি সাধিত হয় সবই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দ্বারাই সম্পাদিত হয়। প্রথম অর্থটি تعالى এর সমার্থবোধক। প্রথম অর্থটির

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমৃদ্ধি, মঙ্গল ও কল্যাণ ব্যাপারে **সর্বতোভাবে** সকলকে ছাড়াইয়া সকলের উর্দ্ধে রহিলেন অনাদি কাল হইতে। 'সর্বতোভাবে' অংশটির তাৎপর্য এই যে, তিনি সত্তা, গুণ ও কার্য (ذات 'صفات ও افعال) সব দিক দিয়া সমৃদ্ধির চরম শিখরে সমাসীন রহিয়াছেন—তঁাহার সত্তার ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই, বিনাশ নাই। তিনিই একমাত্র অবিনশ্বর। আর তিনি ছাড়া সব কিছুই ক্ষয়িষ্ণু এবং সবই এক সময়ে না এক সময়ে ধ্বংস হইবেই হইবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার প্রত্যেকটি গুণই চরম, পরম ও চিরস্থায়ী। তাঁহার গুণের মত গুণ, তাঁহার জ্ঞানের মত জ্ঞান, তাঁহার ক্ষমতার মত ক্ষমতা অপর কাহারও নাই। তাঁহার গুণ ছাড়া অপর সকলের গুণই সীমিত। তৃতীয়তঃ তাঁহার কাজের অনুরূপ কাজ অপর কেহই করিতে পারে না। তাঁহার কাজের জন্য তাঁহাকে কোন মাল মসলা, অস্ত্রপাতি ইত্যাদির উপর নির্ভর করিতে হয় না। মাল মসলা তিনি নিজেই সৃষ্টি করেন। পরিবেশ, অবস্থা ইত্যাদির ব্যবস্থা তিনি নিজেই করেন। অপরে যাহা কিছু করে সবই আল্লার তৈয়ারী মাল মসলা যোগে, আল্লার দেওয়া জ্ঞান প্রয়োগে, আল্লার সৃষ্ট অবস্থা ও পরিবেশেই করিয়া থাকে।

الذى بيده الملك যাঁহার হাতে রহিয়াছে রাজ্য ও রাজক্ষমতা। بيده—যাঁহার হাতে। লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে, 'আদেশ নিষেধ ইত্যাদি করিবার কোনই ক্ষমতা **আমার হাতে** নাই; সবই রহিয়াছে **অমুকের হাতে**। এই প্রকার বাক্যে **হাতে** বলিয়া 'হাতের মুঠা' বুঝায় না। কারণ, আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি হাতের মুঠায় ধরিয়া রাখিবার বস্তু নয়। কাজেই ঐ সব ক্ষেত্রে 'হাতে' বলিয়া 'অধিকারে' অর্থ হইয়া থাকে। এখানেও সেই অর্থেই 'হাতে' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

তারপর 'আল্‌মুল্‌ক' বলিয়া রাজ্য ও রাজক্ষমতা উভয়কেই বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর 'মালিক'ও বটেন, রাজাও বটেন। তাঁহার 'মালিক হওয়ার' তাৎপর্য এই যে, সব কিছুরই অস্তিত্ব ও বৃদ্ধি, ক্ষয় ও ধ্বংস সাধন একমাত্র তাঁহারই অধিকারে রহিয়াছে। জীবন মরণ, সৃজন-বিনাশন, বৃদ্ধি-ক্ষয় সব কিছুই তিনি করিয়া থাকেন। আর 'তাঁহার রাজা হওয়ার' তাৎপর্য এই যে, আদেশ নিষেধ করার অধিকার একমাত্র তাঁহারই রহিয়াছে। তাঁহার হুকমের বিরুদ্ধে কাহারও হুকম করিবার কোন অধিকার নাই এবং তাঁহার হুকম মান্য করা ছাড়া কাহারও গত্যন্তর নাই। বস্তুতঃ মানুষ ও জিন্ন ছাড়া কুল মাখলুকাত একমাত্র আল্লারই হুকম অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইতেছে এবং তাঁহার বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু একদল মানুষ ও একদল জিন্ন তাঁহার কোন কোন আদেশ নিষেধ অমান্য করিয়া নিজেদেরই অনিষ্ট করিয়া চলিয়াছে।

الملك: রাজ্য ও রাজক্ষমতা।

الملك শব্দের প্রথমে যে 'ال' রহিয়াছে সেই 'ال' অংশটি যে সব অর্থে ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে একটি অর্থ হইতেছে 'সংখ্যা হিসাবে সকল' এবং আর একটি অর্থ হইতেছে 'সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়া'। যথা, الانسان এর একটি অর্থ হইতেছে মানুষের মধ্যে যে সকল গুণের সমাবেশ থাকা প্রয়োজনীয় সেই সব গুণসম্পন্ন মানুষ, মানুষের মত মানুষ বা খাঁটি মানুষ। সেইরূপ الاسلام এর কখন কখন অর্থ করা হয় 'খাঁটি ও প্রকৃত ইসলাম' এবং المسلم এর অর্থ করা হয় 'প্রকৃত মুসলিম'। তদনুযায়ী এখানে الملك এর অর্থ করা হইল 'সকল রাজ্য ও প্রকৃত রাজক্ষমতা'। قدير: **পূর্ণ ক্ষমতাবান**। ইহা ইসমুল্ মুবালাগাহ্ اسم المبالغة বা আতিশয্যব্যঞ্জক বিশেষণ পদ। আয়াতের প্রথম ভাগের সহিত ইহার তা'আল্লুক (تعلق) বা যোগ এই, প্রথম ভাগে দাবী করা হইয়াছে যে সকল রাজ্য ও প্রকৃত রাজক্ষমতার মালিক হইতেছেন আল্লাহ আর সকল রাজ্য ও প্রকৃত রাজক্ষমতার মালিক হওয়ার জন্য অসীম ক্ষমতার প্রয়োজন। তাই এই অংশটিকে প্রথম অংশটির পরিপূরক হিসাবে আনা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

٢ اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝

২। যিনি সৃজন করিলেন মৃত্যু ও প্রাণ যাহাতে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, তোমাদের মধ্যে কে বা কাহারা কর্মে উত্তম। আর তিনি হইতেছেন মহা পরাক্রমশালী, মহা ক্ষমাবান।

২। প্রথম আয়াতে দাবী করা হয় যে, সকল সমৃদ্ধিদাতা, সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান আল্লার অধিকারেই সকল রাজক্ষমতা রহিয়াছে। তাঁহার ঐ রাজক্ষমতার বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় আয়াতে শুরু হইল। প্রথম দফা হইতেছে জীবন-মরণের সৃজন।

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ...عَمَلًا

পয়দা করিলেন মৃত্যু ও প্রাণ তোমাদের এই পরীক্ষা লইবার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম—অংশটির ব্যাখ্যা এই: মানুষ যাহাতে সৎ কাজ করিয়া, সৎ পথে চলিয়া অনন্ত চিরস্থায়ী সুখশান্তি ভোগ করিতে সমর্থ হয় এই উদ্দেশ্যে তাহাকে তাহার এই পার্থিব জীবন দান করা হইয়াছে। আবার সে যাহাতে অন্যায় হইতে বিরত থাকিয়া আখিরাতে শাস্তির কবল হইতে রক্ষা পাইতে সমর্থ হয় সেই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা মানুষের মাথার উপর মৃত্যুর খাঁড়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন।

الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ—মৃত্যু ও প্রাণ—এই মৃত্যু ও প্রাণ বলিয়া কোন্ মৃত্যু ও কোন্ প্রাণকে বুঝানো হইয়াছে, সে সম্পর্কে একাধিক মত পাওয়া যায়। (প্রথম মত) উল্লিখিত ব্যাখ্যাটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তথা সৎকর্মশীল করার জন্য জীবন-মরণের সৃজনের উল্লেখ হইতে সঙ্গত তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, আয়াতে উল্লিখিত 'প্রাণ' বলিয়া মানুষের এই পার্থিব জীবনকে এবং 'মৃত্যু' বলিয়া তাহার এই পার্থিব জীবনের শেষের মরণকে বুঝানো হইয়াছে।

প্রশ্ন উঠে, যদি তাহাই হয় তবে মৃত্যুর উল্লেখ প্রথমে করা হইল কেন? জওয়াবে বলা হয়, মানুষের কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাকে সৎকর্মশীল হইবার জন্য যে সব ব্যাপার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে তন্মধ্যে 'পরিণামে মৃত্যু' এই চিন্তাই সবচেয়ে বেশী সক্রিয় ও শক্তিশালী বলিয়া মৃত্যুর উল্লেখ প্রথমে করা হইয়াছে। অর্থাৎ মৃত্যুর গুরুত্ব বেশী বলিয়া এইরূপ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মানুষ প্রথমে ছিল প্রাণহীন; তারপর সে লাভ করে তাহার এই পার্থিব জীবন। এই কারণে মৃত্যুর উল্লেখ প্রথমে করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ দার্শনিকদের মতে অস্তি ও নাস্তির মধ্যে নাস্তিই প্রবলতর। তাঁহারা বলেন, অস্তির জন্য কোন শক্তির শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়; মুআস্সির (مؤثر) এর আসর (اثر) এর প্রয়োজন হয়। কিন্তু নাস্তির জন্য এইরূপ কোন শক্তির প্রয়োজন হয় না। অস্তিত্ব দানকারী শক্তি তাঁহার শক্তি প্রয়োগ বন্ধ করিলেই আপনা আপনিই নাস্তির উদ্ভব হয়। তাই তাঁহারা বলেন, নাস্তি প্রবলতর এবং এই কারণেই এখানে মৃত্যুর উল্লেখ প্রথমে করা হইয়াছে।

(দ্বিতীয় মত) এই আয়াতে উল্লিখিত মৃত্যু বলিয়া মানুষের পার্থিব জীবন শেষের মৃত্যু এবং প্রাণ বলিয়া আখিরাতের জীবন বুঝানো হইয়াছে। এই কারণেই প্রথমে মৃত্যুর উল্লেখ এবং পরে জীবনের উল্লেখ যথাযথ হইয়াছে। এই মতের অনুসারীদের যুক্তি এই যে, পারলৌকিক চিরস্থায়ী অনন্ত শান্তিময় জীবনের আকাংখাই মানুষকে সৎ কাজ করিতে সমধিক উদ্বুদ্ধ করে। তাই এখানে প্রাণ ও জীবনের তাৎপর্য পার্থিব জীবন হওয়ার চেয়ে পারলৌকিক জীবন হওয়াই অধিকতর সঙ্গত হয়।

(১৮০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্‌-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

[পূর্ব প্রকাশিতের পর)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ خِضَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[ষষ্ঠ অধ্যায়]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর কেশ দাড়ি রঙানো সম্পর্কে হাদীস।

(৪৫-১) حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَنَا هُشَيْمٌ اَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ اِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ رِمْثَةَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اَبِىْ لِىْ فَقَالَ : اِبْنُكَ هٰذَا ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ اَشْهَدُ بِهٖ - قَالَ لَا يَجْنِىْ عَلَيْكَ

(৪৫—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান আহমাদ ইব্‌নু মানী', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান হুশায়ম, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আব্দুল মালিক ইব্‌নু 'উমায়র, তিনি রিওায়াত করেন ইয়াদ ইব্‌নু লাকীত হইতে, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আবূ রিম্‌ছাহ, তিনি বলেন আমি একদা আমার একটি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট আসিলাম। তখন তিনি বলিলেন, "এইটি তোমার পুত্র ?" আমি বলিলাম, "জী, হাঁ। ইহার সাক্ষী থাকুন।" তিনি বলিলেন, "সে অপরাধ করিলে উহা তোমার বিরুদ্ধে যাইবে না এবং তুমি অপরাধ

ষষ্ঠ অধ্যায়—পঞ্চম অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর কেশ দাড়ির শুভ্রতা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং তাহার পরিপূরক হিসাবে এই অধ্যায়ে তাঁহার কেশ দাড়ি খিযাব করা সম্পর্কিকত হাদীসগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে।

خِضَاب খিযাব—'খিযাব' শব্দের অর্থ মেহেদী অথবা অন্য কোন রং সংযোগে মাথার চুল ও দাড়ির রঙানো।

(৪৫—১) পূর্ব অধ্যায়ের সপ্তম হাদীসটিই অপর সানাদযোগে এখানে বর্ণিত হইয়াছে। উভয় সানাদের মধ্যে তফাৎ এই যে, এই দুই সানাদে ইমাম তিরমিযীর উস্‌তাদ ও উস্‌তাদের উস্‌তাদ ভিন্ন ভিন্ন রহিয়াছে ; কিন্তু তাঁহাদের উপরের সানাদ একই। উপরের ঐ সানাদযোগে এবং নিম্ন স্তরে অপর উস্‌তাদদের সানাদযোগে—দুই সানাদে—সুনান আবূ দাউদের ২।২২৬ পৃষ্ঠায় এবং অনুরূপভাবে দুই সানাদযোগে (তন্মধ্যে একটি সানাদ সুনান আবূ দাউদের একটি সানাদের হুবহু অনুরূপ) সুনান নাসা'ঈর ২।২৭৮ পৃষ্ঠায় এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

اَشْهَدُ بِهٖ : ইহার সাক্ষী থাকুন। ইহা **اَشْهَدُ بِهٖ** (আশ্‌হাদু বিহী) ও পড়া হয়। তখন অর্থ হইবে, "আমি ইহার সাক্ষ্য দিতেছি।" অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এ আমার পুত্র।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ - قَالَ وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرَ •

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَفْسَرُهُ لِأَنَّ

الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ وَأَبُو رِمْثَةَ

اسْمُهُ رِفَاعَةُ بْنُ يَثْرِبِيِّ التَّيْمِيِّ •

করিলে উহা তাহার বিরুদ্ধে যাইবে না।" বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, এবং আমি তাঁহার কেশ দাড়ির শুভ্রতা লালবর্ণ দেখিয়াছিলাম।

আবূ 'ঈসা (ইমাম তিরমিযী) বলেন, এই বিষয় (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর কেশ-দাড়ি খিযাব করা সম্পর্কে) যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে ইহা সবচেয়ে উত্তম ও সর্বাধিক বিস্তারিত; কেননা, সাহীহ বিবরণসমূহ এই যে, তিনি চুল-দাড়ি শুভ্র হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছেন নাই। আর 'আবূ রিমছাহ' এর নাম রিফা'আহ ইবনু য়াছরিবী এবং তিনি 'তায়ম' গোত্রসম্ভূত।

لا يجني...عليه ; অর্থাৎ তাহার অপরাধের জন্য তোমাকে দায়ী করা হইবেনা এবং তোমার অপরাধের জন্য তাহাকে দায়ী করা হইবে না। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবে একটি রীতি এই ছিল যে, পিতা কোন অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলে সে যদি দরিদ্র হইত এবং তাহার পুত্র যদি ধনবান থাকিত তাহা হইলে ঐ পুত্রের নিকট হইতে সেই অর্থদণ্ড বা জরিমানা আদায় করা হইত। অনুরূপভাবে পুত্র যদি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইত এবং সে যদি দরিদ্র এবং তাহার পিতা যদি ধনবান হইত তাহা হইলে পুত্রের সেই অর্থদণ্ড তাহার পিতার নিকট হইতে আদায় করা হইত। ইসলামে এই রীতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আবূ রিমছার اشهد به উক্তিটির মধ্যে ইসলামপূর্ব যুগের ঐ রীতিটির স্বীকৃতির সমর্থন লাভের প্রতি ইঙ্গিত ছিল বলিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তাঁহার এই বাণীযোগে আরবের ঐ প্রথা রহিত হওয়ার কথা আবূ রিমছাকে জানাইয়া দেন।

هذا احسن...وافسر : ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এই ব্যাপারে যে সব রিওায়াত বর্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই **বিবরণটি সর্বাধিক হাসান ও সর্বাধিক বিস্তারিত।** তিনি তাহার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন যে, সাহীহ রিওায়াতগুলিতে ইহাই পাওয়া যায় যে, তিনি চুল দাড়ি শুভ্র হওয়ার অবস্থায় পৌঁছেন নাই।

ইমাম তিরমিযীর এই মন্তব্যটি আমরা দুইটি কারণে মানিতে পারি না। **প্রথম কারণ** এই যে, উল্লিখিত বিবরণটি সর্বাধিক বিস্তারিত হওয়া দূরের কথা, ইহা মোটেই স্পষ্টই নয়। কারণ, এই বিবরণে বলা হইয়াছে, "আমি তাঁহার কেশ-দাড়ির শুভ্রতা লালবর্ণ দেখিয়াছিলাম।" ইহার তাৎপর্য উভয় প্রকারই হইতে পারে। অর্থাৎ (এক) তাঁহার চুল দাড়ি সাদা হয় নাই; সাদা হওয়ার পূর্বাবস্থায় পৌঁছিয়াছিল বলিয়া উহা লাল ছিল। (দুই) চুল দাড়ি মেহেদী রংয়ে রঙানোর কারণে লালবর্ণ ধারণ করিয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ এই হাদীসটিই অপর সানাদযোগে সুনান আবূ দাউদে ২।২২৬ পৃষ্ঠায় এবং সুনান নাসা'ঈর ২।২৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহাতে এই বাক্যটি বেশী রহিয়াছে :

www.ahlehadeethbd.org

(٤٦-٢) حدثنا سفيان بن وكيع انا ابى عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل ابوهريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم •

قال ابوعيسى وروى ابوعوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن ام سلمة •

(৪৬—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফ্‌য়ান ইব্‌নু অকী', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আমার পিতা, তিনি রিওয়ায়াত করেন শারীক হইতে, তিনি 'উছমান ইব্‌নু (আবদুল্লাহ ইব্‌নু) মাওহাব হইতে, তিনি বলেন আবূ হুরায়রাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম খিযাব লাগাইয়াছিলেন কি? তিনি বলেন, "হাঁ।"

আবূ ঈসা (ইমাম তিরমিযী) বলেন, এই হাদীসটি আবূ 'আওয়ানাহ রিওয়ায়াত করেন উছমান ইব্‌নু আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাওহাব হইতে। কিন্তু তিনি (আবূ হুরায়রা স্থলে) বলেন উম্মু সালামাহ্ হইতে।

وكان قد لطخ لحيته بالحناء

"আর তাঁহার অবস্থা এই ছিল যে, তিনি তাঁহার দাড়ি মেহেদী দ্বারা রঙাইয়াছিলেন"।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, এই হাদীসটির পরে তিনি নিজেই যে তিনটি হাদীস বর্ণনা করেন সেই তিনটি হাদীসেই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর চুল-দাড়ি খিযাব করার উল্লেখ রহিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিজে খিযাব লাগানো সম্পর্কে এক দফা ব্যাখ্যা পূর্ব অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। এই অধ্যায়ের শেষ ভাগে এ সম্বন্ধে আর এক দফা ব্যাখ্যা ইন্‌শা আল্লাহ দেওয়া হইবে।

(৪৬—২) عن عثمان بن موهب : **'উছমান ইব্‌নু মাওহাব হইতে**—উছমানের পিতার নাম মাওহাব নয়; মাওহাব হইতেছে তাঁহার পিতামহের নাম। আর 'উছমানের পিতার নাম 'আবদুল্লাহ। এই কথা ইমাম তিরমিযী জানাইয়া দেন এই হাদীসের অপর সানাদ বর্ণনা প্রসংগে। এই হাদীস বর্ণনা করার পরে তিনি বলেন, এই মর্মেই একটি হাদীস আবূ 'আওয়ানাহ্ বর্ণনা করেন 'উছমান ইব্‌নু আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মাওহাব হইতে, তিনি বর্ণনা করেন উম্মুল্ মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা হইতে।

অর্থাৎ উল্লিখিত তাবি'ঈ 'উছ্‌মান বর্ণনা করেন যে, যখন (১) আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম খিযাব লাগাইয়াছিলেন কি? তখন আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ বলেন, হাঁ, তিনি খিযাব লাগাইয়াছিলেন। আবার অনুরূপ প্রশ্ন হযরত উম্মু সালামাহ্ রাঃ-কে করা হইলে তিনিও বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সঃ খিযাব লাগাইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে সাহীহ বুখারী হাদীসগ্রন্থে এই 'উছ্‌মানের যে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে তাহা ইন্‌শা আল্লাহ পরে বলা হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٣-٤٧ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ قَالَ اَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ زُرَارَةَ عَنْ اَبِي جَنَابٍ عَنْ اِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ مِنَ الْجَهْذَمَةِ اِمْرَأَةِ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَتْ اَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَنْفُضُ رَأْسَهُ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَبِرَأْسِهِ رَدْعٌ اَوْ قَالَ رَدْغٌ مِنْ حِنَّاءٍ، شَكَّ فِي هَذَا الشَّيْخُ •

(৪৭—৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান ইব্রাহীম ইব্নু হারূন, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান নায্র ইব্নু যুরারাহ্, তিনি রিওয়ায়াত করেন আবূ জানাব হইতে, তিনি ইয়াদ ইব্ন লাকীত্ব হইতে, তিনি বাশীর ইব্নুল খাসাসীয়াহ এর স্ত্রী অল্ জহ্যামাহ্ হইতে, তিনি বলেন আমি দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম গুসল শেষ করিয়া মাথার চুল ঝাড়িতে ঝাড়িতে তাঁহার বাড়ী হইতে বাহির হইতেছেন এবং তাঁহার মাথায় (অর্থাৎ মাথার চুলে) মেহেদীর রং ও গন্ধ ছিল। [ইমাম তিরমিযী বলেন, "আমার শায়খ সঠিকভাবে বলিতে পারেন নাই যে, হাদীসের শেষের দিকে রাদা' শব্দ ছিল, না রাদাগ্ শব্দ ছিল। বলা বাহুল্য উভয় শব্দের তাৎপর্য একই।]

এই প্রসংগে **দুইটি বিষয়** সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করা হইতেছে। একটি বিষয় হইতেছে—রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মাথার চুলে ও দাড়িতে খিযাব লাগাইয়াছিলেন কি না। আর অপর বিষয়টি হইতেছে—মাথার চুলে ও দাড়িতে খিযাব লাগানো সম্বন্ধে শারী'আতের বিধান কি?

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর খিযাব ব্যবহার—এই সম্পর্কে তিন প্রকার হাদীস পাওয়া যায়। এক প্রকার হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মাথার চুলেও মেহেদী লাগাইয়াছিলেন এবং দাড়িতেও মেহেদী লাগাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রকার হাদীসে বলা হইয়াছে যে, তিনি মোটেই খিযাব লাগান নাই; না মাথার চুলে, না দাড়িতে। তৃতীয় প্রকার হাদীসে অস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। তাহা দ্বারা চুল দাড়িতে খিযাব লাগানোও বুঝাইতে পারে, না লাগানোও বুঝাইতে পারে। এই তিন ধরণের হাদীসগুলি এক এক করিয়া বর্ণনা করা হইতেছে।

প্রথম প্রকার হাদীস—(১) হযরত আবূ রিমছাহ্ রাঃ এর হাদীসটি (৪৫ | ১) অপর সানাদ যোগে আবূ দাউদ (২ | ২২৬) ও নাসা'ঈতে (২ | ২৭৮) যেইভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তাঁহার দাড়ি মেহেদী দিয়া রঙাইয়াছিলেন। (২) হযরত আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ এর হাদীসটি (৪৬ | ২) এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট। অনুরূপভাবে, (৩) হযরত উম্মু সালামাহ রাঃ এর হাদীসটি, যাহার উল্লেখ ৪৬।২ হাদীসটিতে করা হইয়াছে। (৪) জাহ্যামাহ্ রাঃ-এর হাদীস (৪৭ | ৩)। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর মাথার চুলে মেহেদীর রংয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। সর্বশেষে (৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ এর হাদীস। এই হাদীসে ইব্নু 'উমার রাঃ বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে তাঁহার দাড়ি হলুদে রংয়ে রঙাইতে দেখিয়াছি"—(নাসা'ঈ ২ | ২৭৮ ও আবূ দাউদ ২ | ২২৬)।

দ্বিতীয় প্রকার হাদীস—হযরত অনাস রাঃ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম খিযাব লাগান

www.ahlehadeethbd.org

(٤-٤٨) حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن انا عمرو بن عاصم انا حماد بن سلمة انا حميد عن انس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا۔ قال حماد واخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك مخضوبا ۔

(৪৮—৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান আব্দুল্লাহ ইবনু আবদুর রাহমান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান 'আম্র ইবনু আসিম, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান হাম্মাদ ইবনু সালামাহ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান হুমায়দ, তিনি রিওায়াত করেন আনাস হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর চুল খিযাব দেওয়া (রংঙ্গিন) দেখিয়াছি।

(এই হাদীসের অন্যতম রাবী) হাম্মাদ বলেন, আমাদিগকে হাদীস জানান আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আকীল, তিনি বলেন আমি আনাস ইবনু মালিকের নিকটে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর খেযাব দেওয়া (রংগিন) চুল দেখিয়াছি।

নাই। পরন্তু হযরত আবূ বাকর রাঃ ও হযরত উমার রাঃ খিযাব লাগাইতেন।—(সাহীহ মুসলিম ২ | ২৫৮—৯, আবূ দাউদ ২ | ২২৬ ও নাসা'ঈ ২ | ২৭৮)।

তৃতীয় প্রকার হাদীস—(১) হযরত আনাস রাঃ এর যে হাদীসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর খিযাব ব্যবহার না করার বিবরণ পাওয়া যায় সহীহ মুসলিম, সুনান আবূ দাউদ ও সুনান নাসা'ঈ হাদীসগ্রন্থগুলিতে, সাহীহ বুখারীর ৫০২ পৃষ্ঠাতেও অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায় কিন্তু ঐ হাদীসটিই সাহীহ বুখারীর ৮৭৫ পৃষ্ঠায় যেই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার কেশ-দাড়ির শুভ্রতা খিযাবের অবস্থায় পৌছে নাই। শামায়িল গ্রন্থের ৩৭ | ১ হাদীসটিতেও সেই কথাই বলা হইয়াছে।

এই হাদীসটিতে বলা হয় যে, হযরত আনাস রাঃ কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় 'রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসালাম কি খিযাব লাগাইয়াছিলেন? তখন তিনি এই উত্তর দেন। এই উত্তরটি চিন্তা করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি আসল জওয়াব এড়াইয়া গিয়াছেন। স্পষ্টভাবে 'না' না বলিয়া এইভাবে উত্তর দেওয়া হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই স্বাভাবিক যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর চুল দাড়ি বিশেষ সাদা না হইয়া থাকিলেও তিনি তাহাতে মেহেদী বা ঐ প্রকারের কিছু লাগাইয়া উহার রঙ বদলাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

(২) তাবি'ঈ 'উছমান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু মাওহাব বলেন, "আমি একদা উম্মুল্-মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা এর নিকট গেলে তিনি আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর এক গাছি খিযাব করা লাল চুল বাহির করিয়া দেখান!"—(বুখারী ৮৭৫ পৃষ্ঠা)

হাদীসে উল্লিখিত চুল গাছিটির লালবর্ণ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর বিদায় হজ্জে মস্তক মুণ্ডনের পূর্বেকার খিযাব করার কারণেও হইতে পারে এবং পরবর্তিকালে বরাবর সুগন্ধি লাগানোর কারণেও হইতে পারে।

এই সব হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নাওাভী যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহা

www.ahlehadeethbd.org

উধৃত করা হইতেছে। ইমাম নাওাভী বলেন.

المختار انه صلى الله عليه وسلم صبغ في وقت......ولا تاويل له

"এ সম্পর্কে স্বীকৃত মত এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম কোন এক সময়ে কেশ-দাড়ি রঙাইয়াছিলেন এবং অধিকাংশ সময়ই তিনি উহা ছাড়িয়া দেন। কাজেই সাহাবীদের মধ্যে যিনি যে সময়ে যে ভাবে লক্ষ্য করেন তিনি সেইভাবেই বর্ণনা দেন। উভয় পক্ষই নিজ নিজ বর্ণনায় সত্যবাদী। এই ব্যাখ্যা নির্ধারিত ব্যাখ্যারই মত। কেননা, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম খিযাব লাগাইয়াছিলেন এই মর্মে ইব্‌নু 'উমারের যে হাদীস সাহীহ মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করা যায় না; আবার তাহার কোন পরোক্ষ ব্যাখ্যাও সম্ভব নহে।"

সাদা চুল-দাড়িতে খিযাব লাগাইবার শার্‌'ঈ'আতী হুকম—এই বিষয় সংক্রান্ত হাদীসগুলি বর্ণনা করার পরে এ সম্পর্কে হুকম বলা হইবে। হাদীসগুলি এই :—

১। হযরত আবুবাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর পিতা হযরত আবু কুহাফাহ্ রাঃ-এর মাথার চুল ও দাড়ির শুভ্রতা পরিবর্তন করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর স্পষ্ট আদেশ—

হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, মাক্কা-বিজয় দিবসে (হযরত আবুবাক্‌র রাঃ-এর পিতা) আবু কুহাফাহ্ রাঃ-কে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট হাযির করা হয়। ঐ সময়ে আবু কুহাফাহ্ রাঃ-এর মাথার চুল ও দাড়ি ছুগামাহ (এক প্রকার সাদা ফুল) এর মত ধবধবে সাদা হইয়া গিয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, "তোমরা ইহার কেশ-দাড়ির এই শুভ্রতা (কোন প্রকার খিযাব লাগাইয়া) পরিবর্তন করিয়া ফেল। আর কাল রঙ হইতে দূরে থাক।" অর্থাৎ কাল রঙ ছাড়া অপর যে কোন-রংয়ে ইহা রঙাইয়া ফেল।—(সাহীহ মুসলিম ২।১৯৯, আবুদাউদ ২।২২৬, নাসা'ঈ ২।২৭৭।)

২। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলায়হি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "য়াহুদী ও খৃষ্টানগণ (সাদা চুল-দাড়ি) রঙায় না। তোমরা এই ব্যাপারে তাহাদের বিপরীত কর।" অর্থাৎ চুল দাড়িতে খিযাব লাগাইয়া উহার শুভ্রতা পরিবর্ত্তন কর।—(সাহীহ্ বুখারী ৮৭৫, সাহীহ মুসলিম ২।১৯৯, আবু দাউদ ২।২২৬, নাসা'ঈ ২।২৭৭, তিরমিযী : খিযাব অধ্যায়।)

৩। আবু যার্‌র্ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "কেশ-দাড়ির এই শুভ্রতা পরিবর্ত্তনের সুন্দরতম উপকরণ হইতেছে 'মেহেদী' ও কাত্‌ম্ (একপ্রকার গুল্মবিশেষ)।—আবুদাউদ ২।২২৬, নাসা'ঈ (কয়েক সানাদে) ২।২৭৭, ২৭৮; তিরমিযী : খিযাব অধ্যায়।)

৪। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুরায়দাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু আবু যার্‌র্ রাঃ-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।—(নাসা'ঈ (দুই সানাদে) ২।২৭৮।)

৫। ইব্‌নু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহ আন্‌হু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর সম্মুখ দিয়া মেহেদীযোগে খিযাব করা একজন লোক চলিয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, "ইহা কত সুন্দর!" তারপর, মেহেদী ও কাত্‌মযোগে খিযাব করা একজন লোক তাঁহার সম্মুখ দিয়া গেলে তিনি বলিলেন, "ইহা উহার চেয়ে বেশী সুন্দর।" তারপর, সুফ্‌রাহ (অপর হলুদ রং) যোগে খিযাব করা একজন লোক গেলে তিনি বলিলেন, "ইহা এই সবের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুন্দর।"

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম নিজের চুলে ও দাড়িতে বরাবর খিযাব লাগাইতেন কি না সে সম্পর্কে পণ্ডিত-সুলভ আলোচনা-বিবেচনার অবকাশ থাকিলেও ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি দুই একবার নিজের চুলে ও দাড়িতে খিযাব নিশ্চয় লাগাইয়াছিলেন। তদুপরি তাঁহার উল্লিখিত বাণীগুলিতে চুলে ও দাড়িতে মেহেদী, কাত্‌ম ইত্যাদি হলুদ রংয়ের খিযাব লাগাইবার নির্দেশ এবং কালো রংয়ের খিযাব লাগাইতে নিষেধের আদেশ সুস্পষ্ট।

এমত অবস্থায় সাদা চুলে ও সাদা দাড়িতে মেহেদী অথবা ঐ জাতীয় হলুদ রংয়ের কোন খিযাব লাগানো সুন্নাহ বা মুস্তাহাব্ব্ হওয়া অবধারিত। অনুরূপভাবে কালো রংয়ের খিযাব লাগানো অন্ততঃপক্ষে মাক্‌রূহ তাহ্‌রীমী হওয়া অবধারিত।

www.ahlehadeethbd.org

—অধ্যাপক মুজীবুর রহমান

উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহান

উম্মু সুলাইমের আসল নাম ছিল রামলা। লকব ছিল রোমাইসা ও গুমাইসা। কিন্তু সাধারণের কাছে তিনি উম্মু সুলাইম নামেই সুপরিচিতা ছিলেন। এটি ছিল তাঁর কুনিয়াত। উম্মু সুলাইম এর পিতার বাপের নাম ছিল মালহান, দাদার নাম খালিদ বিন যায়দ আর মায়ের নাম ছিল মুলাইকা বিন্‌তে মালিক বিন আদী। (১) বাপের দিক থেকে হযরত উম্মে সুলাইম সালমা বিনতে যায়দের পৌত্রী ছিলেন, যে সালমা বিনতে যায়দ ছিলেন আঁ-হযরতের (দঃ) দাদা আবদুল মুত্তালিবের আম্মা। এই দিক দিয়েই হযরত উম্মু সুলাইম রাসূলুল্লার (দঃ) খালা নামে সকলের কাছে একান্ত পরিচিতা।

হযরত উম্মু সুলাইম যখন ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন তখন তাঁর স্বামী মালিক ইবন অন্-নায্‌র বিদেশে অবস্থান করছিল। প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যে তার মুলাকাত ঘটে তার একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে, আর তারই মারফৎ সে য়াসরিবের ও তার পরিবারের সকল বৃত্তান্ত জানতে পারে। এ প্রসঙ্গে সে তার স্ত্রী উম্মু সুলাইমের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কথাও জানতে পারে। এতে মালিকের মন একান্ত বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাই সে দ্রুত পদে বাড়ীর দিকে পা বাড়িয়ে দেয়।

বাড়ী পৌঁছতেই উম্মু সুলাইম স্বামীকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। মালিক প্রথম দৃষ্টিতেই তাকে জিজ্ঞেস করে "তুমি কি সাবিয়ী (বিধর্মী) হয়ে গেছ?" উম্মু সুলাইম ধীর স্থির ভাবে জওয়াব দেন: "প্রিয় স্বামিন! আমি 'শির্‌ক' বা অংশীবাদীর ধর্মকে পরিত্যাগ করে এক অনাবিল শান্তির পথে পা বাড়িয়েছি। যে প্রিয় মহানবী এই চরম কুসংস্কারাচ্ছন্ন দুর্দিনে যথার্থ কল্যাণ ও মুক্তি পথের সন্ধান দিয়ে আমাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করেন তাঁরই ধর্মে আমি দীক্ষা গ্রহণ করেছি। তিনি পাথর পূজার অসারতা বুঝিয়ে এক অদ্বিতীয় আল্লাহর রবুবিয়াতকে স্বীকার করতে যে আহ্বান জানান সেই আহ্বানে আমি সাড়া দিয়েছি।

"হে স্বামিন! আমি এই মহাপুরুষকে আল্লার সত্য রাসূল ব'লে বিশ্বাস করে তাঁর উপদেশাবলী শিরোধার্য্য করেছি। এতে নিশ্চয় আমি কোন অন্যায় করিনি।" উম্মু সুলাইমের এই আবেগময় ও উচ্ছাসপূর্ণ বাণী গুলো মালিকের মনে কোনই রেখাপাত করল না। মালিক তাই উম্মু সুলাইমের প্রতি সুতীক্ষ্ণ কোপ দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে। উম্মু সুলাইম এতে কিছু মাত্র বিচলিত না হ'য়ে অবিলম্বে তাঁর পুত্র আনাসকে ডাক দিয়ে 'কলেমা তাইয়িবাহ' لا اله الا الله محمد رسول الله পড়ার তালকীন করেন। বালক আনাস মাতার আদেশ মত উহা উচ্চারণ করে। এতে মালিকের

(১৭৮-এর পাতায় দেখুন)

(১) হাফেয ইবনু হাজার কৃত 'আল-ইসাবা'; ৮ম খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

—ডক্টর এম, আবদুল কাদের

হিন্দু ধর্মে নারী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্ত্রী মদ্যপা, কদাচারিণী, স্বামীর বিরুদ্ধাচারিণী কুষ্ঠাদি রোগাগ্রস্থা, পতি পুত্রাদি তাড়ণা কারিনী এবং হিংসুটে ও নিত্য অপব্যয়কারিণী হইলে. প্রথম ঋতু হইতে ৮ বৎসরের মধ্যে সন্তান না জন্মিলে বা ১১ বৎসর পর্যন্ত কেবল কন্যা সন্তান জন্মিলে বা দশ বৎসরের মধ্যে কোন সন্তান জীবিত না থাকিলে দ্বিতীয় বিবাহ করিবে। স্ত্রী অপ্রিয়ভাষিণী হইলে তৎক্ষণাৎ দার পরিগ্রহ করিবে (৯—৮০, ৮১)।

স্ত্রী রুগ্না, অথচ হিতার্থিণী ও সুশীলা হইলে তাহার অনুমতি লইয়া দারান্তর গ্রহণ করিবে কিন্তু তাহার অবমাননা করিবে না। (৯—৮২)।

দ্বিতীয় বিবাহকারীর প্রথমা পত্নী ক্রুদ্ধা হইয়া গৃহত্যাগ করিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে বা পিতাদির সমক্ষে ত্যাগ করিবে। কিন্তু উন্মত্ত, পতিত, ক্লীব ও পাপ-রোগী স্বামীকে স্ত্রী শুশ্রূষা না করিলে তাহাকে ত্যাগ বা তাহার আলঙ্কারাদি কাড়িয়া লওয়া চলিবে না। ৯—৭৯। পতি ধর্মার্থ, বিদ্যার্থ, বা যশোলাভার্থ বিদেশে গমন করিলে ও অন্য রমণী ভজনার্থ বিদেশে গেলে স্ত্রী তিন বৎসর পর্যন্ত তাহার জন্য অপেক্ষা করিবে। (৯—৭৬)।

অতঃপর কি করিবে ? বশিষ্ঠের মতে "ঊর্ধ; পতি সকাশং গচ্ছেৎ।"—ঊর্ধে পতির নিকট গমন করিবে। রমেশ বাবুর মতে পত্যন্তর গ্রহণ করিবে। কিন্তু হায়! বিবাহ বিচ্ছেদের দ্বার যে চিরতরে রুদ্ধ, ভার্য্যা-পতি ধর্মার্থ কামবিষয়ে পরস্পরের মরণ পর্যন্ত একত্র থাকিবে। (৯—১৯)।

এত সেবা, ধৈর্য্য ও আত্মদানের প্রতিদানে নারী কি পাইয়াছে ? মনু বলেন, ভার্য্যা, পুত্র ও দাসদাসী অধীন। ইহারা যাহা উপার্জন করিবে ইহারা যাহার অধীনস্থ সেই উপার্জিত ধন তাহার। (৮—৪১৬)। শুক্রাচার্য্যেরও ইহাই মত (শুক্রক্রান্তি : (৪, ৫, ২—৫৭৯, ৫৮০)। নারদও এই তিন জনের মালিকানা স্বীকার করেন না। মনু বলেন, "ভর্তার অনুমতি ভিন্ন স্ত্রী ভর্তার ধন লইতে পারিবে না (৯—১৯৯); অনপত্য ব্যাক্তির ধন মাতাপিতা উভয়ে পাইবে, মাতার মৃত্যু হইলে ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, পৌত্র ও তদভাবে পিতামহী পাইবে (৯—২০৭) ভ্রাতারা অবিবাহিত ভগ্নিদিগকে আত্মীয় ভাগের এক চতুর্থ ভাগ দিবে। অর্থাৎ তাহার যৌতুক যোগাইবে (৯—১১৮)।

কেবল মাত্র মাতার ধনে ও স্ত্রীধনে কন্যার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। মাতার ধন কুমারী কন্যা, তদাভাবে পুত্র ও এতদাভাবে উঢ়া কন্যা পাইবে (৯—১৩১)। স্ত্রী ধন নিজ পুত্র ও অনূঢ়া কন্যা সমভাগে পাইবে। উঢ়া কন্যাকে আপন অংশ হইতেই ও অনূঢ়া থাকিলে কিঞ্চিৎ দিবে (৯—১৯২)। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া পত্নীর স্ত্রী ধন

www.ahlehadeethbd.org

ব্রহ্মণী সপত্নীর কন্যা, তদাভাবে তাহার কন্যা পাইবে (৯—৩৯৮)। বৈধ বিবাহিতা নিঃসন্তান স্ত্রীর ধন স্বামী পাইবে (৯—১৯৬)। নতুবা তাহার ভ্রাতা, তদাভাবে পিতার নিকট যাইবে (৯—১৯৭)। স্ত্রী ধন হইল বিবাহের উপহার, প্রীতি উপহার এবং মাতা পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীদত্ত উপহার।

বিধবাদের কি গতি? সাধ্বী স্ত্রী মধু, মাংস ও মৈথুন পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য পালন পূর্বক দেহ ত্যাগ করিবে (মনু: ৫—১৫৮)। বিধবার পুনর্বিবাহ অশাস্ত্রীয় (৯—৬৫), সাধ্বী স্ত্রীলোকদের প্রতি কখনও দ্বিতীয় স্বামীর আদেশ নাই (৫—১৬২), তাহার লাভ লোকের প্রশংসা ও স্বর্গ (৯—১৫৫, ১৫৬)। তবে অক্ষম পতি সত্ত্বেও সধবার ন্যায় গুরুজন কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া দেবর ঘৃতাক্ত শরীরে সপিণ্ড বিধবাতে রাত্রে এক পুত্র, মতান্তরে দুই পুত্র উৎপাদন করিতে পারিবে (৯—৬০, ৬১)। বাগদত্তা কন্যার বরের মৃত্যু হইলে সে দেবরের নিকট বিবাহ বসিতে পারিবে; কিন্তু ঐ বিবাহ জাত সন্তান হইবে মৃত বাগদত্ত বরের (৯—৭০)।

উত্তরাধিকার ভিন্ন অন্যান্য ব্যাপারেও নারীর অধিকার সঙ্কুচিত ও পুরুষের সহিত তাহার আকাশ পাতাল পার্থক্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। মনুর মতে স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের সাক্ষী হইবে (৮—৬৮); অনেক স্ত্রীলোক শুচি হইলেও অস্থির বুদ্ধি বশতঃ সাক্ষী হইতে পারবে না (৮৮—৭৭)। শুক্রাচার্য বলেন, জুয়ারী, চোর, নারী বা শিশু, পরগাছা, মত্ত, উন্মত্ত বা দৈহিক ভয়ে ভীত লোকের দলীল বৈধ নহে (৭—১০)।

নারদ বলেন, স্ত্রী পুত্র ও দাস দাসীর মালিকী স্বত্ব নাই (৫—১১)। কেহ ঋণ শোধ না করিলে মহাজনের গৃহে ভৃত্য, দাস, নারী বা চতুষ্পদ জন্তুরূপে জন্ম গ্রহণ করিবে। মনুর ন্যায় শুক্রাচার্য্যের মতেও ইহারা অধন (৪—৫০০, ৫১২, ৫৭৯)। তিনি যে ক্ষেত্রে তাহাদিগকে চোর জুয়ারীর দলে ফেলিয়াছেন, শুক্রাচার্য সে ক্ষেত্রে আর এক ধাপ আগাইয়া তাহাদিগকে পশু শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

পুণ্য, অর্থ ও বাসনা—এই তিন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোন উপায় অবলম্বনের পৃথক কোন অধিকারই মেয়েদের নাই (৪, ৪, ২—১১)। স্বামী, পিতা, শ্বশুর, আত্মীয় বা রাজার পক্ষে স্ত্রী লোকদিগকে অন্য লোকের সঙ্গে বা পর গৃহে বাস এমন কি প্রকাশ্যেও বাক্যালাপ বা মুহূর্তের তরেও স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে। গৃহবাস ছাড়া তাহাকে কোনই অবসর দিবে না (৩, ২—৩৯, ৪৩)। যুবতী স্ত্রীকে নিজেদের ভরসায় থাকিতে দিয়া কাহারও স্থান ত্যাগ করা উচিত নহে। যুবতী নারীকে কি অন্যান্যের নিকট ছাড়া যায়? নারী দুঃখ দুর্দশার উৎস (৩, ২—২৪০, ২৪১)। এই সকল অবিশ্বাসসূচক উক্তি করিয়া তিনি নারীর উপর সমস্ত গৃহকার্য চাপাইয়া দিয়াছেন।

অবশ্য মনু বলিয়াছেন, সমস্ত আত্মীয়ের মধ্যে মাতা অধিক ভক্তিভাজন, (২—১৩৩) এবং শত পিতা অপেক্ষাও অধিক গৌরবযুক্তা (২—১৪৫) তিনি স্ত্রীলোকদিগকে বসন ভূষণাদি দ্বারা পূজা করিতে এবং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যও উপদেশ খয়রাত করিয়াছেন (৩—৫৫, ৫৬, ৫৭; ৯—৫৮, ৫৯, ৬০)। কিন্তু সহায় সম্বলহীন লোককে কে কবে আদর যত্ন করিয়া থাকে? তিনি গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় পানি ঢালিয়াছেন, সুতরাং উহাতে কোনই ফল হয় নাই। সমস্ত অবস্থা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, হিন্দুধর্মে নারীর প্রতি যে দরদ দেখাইবার ব্যবস্থা আছে, তাহা শুধু সন্তানের জননী হিসাবে। সাধারণতঃ মাতা ও ভাবী মাতা হিসাবেই তাহার যত খাতির যত্ন।

শাস্ত্রকার ভিন্ন খ্যাতনামা কবি, লেখক, নাট্যকার প্রভৃতিও নারীর মর্যাদা অবনত করিতে কম সাহায্য করেন নাই। কবি যেমন বলেন, "স্বয়ং কামদেব তাহার স্বামী ও তাহার গৃহ আনন্দদায়ক হইলেও পিচ্ছলপদ স্ত্রীলোক কিরূপে স্বীয় স্বভাব পরিবর্তন করিবে? কুকুরকে পোষ মানাইয়া দুগ্ধদানে পালন করিলেও সে কি স্থানান্তরে না ছুটিয়া পারে?" এখানে কবি মেয়েদেরকে একেবারে কুকুরের স্তরে নামাইয়া দিয়াছেন।

কালিদাস বলেন, "স্ত্রীনাং গুহ্যম ন বক্তব্যম্" স্ত্রীলোকের নিকট গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিবে না (দ্বাত্রিংসাৎ পুত্তলিকা : চতুর্থ উপাখ্যান)। স্ত্রীনাং বিষয়ে পাপসন্দেহ কর্তব্যম্—স্ত্রীলোক সম্পর্কে পাপসন্দেহ কর্তব্য।· স্ত্রীলোকদের রতি একস্থানে স্থির থাকে না।···"অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশি দ্বারা, এবং সমুদ্র যেমন নদীসমূহ দ্বারা ও অন্তক যেমন সমস্ত জীব দ্বারা কদাচ পরিতৃপ্ত হয় না, তদ্রূপ কামিনীগণও কদাচ পুরুষসমূহ দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না।" শাস্ত্রে আছে, হে নাবুদ্ধ! সময় নাই, নির্জন স্থান নাই, প্রার্থনাকারী মনুষ্যও নাই, এই সমস্ত কারণেই নারীগণের সতিত্বধর্ম কল্পিত হইয়াছে (ঐ বহুশ্রুত উপাখ্যান)···নিঃসঙ্গ তরলা নারী : কো নিয়ন্ত্রিতুংক্ষম : স্বাভাবিক তরল মতি নারীকে কে বশে রাখিতে পারে? (রাজ তরঙ্গিনী ; ৩—৫১৫)

যাহাদের ধর্ম ও সমাজে নারীর এত হীন অবস্থা, তাহাদের পক্ষে অন্যধর্মের—বিশেষতঃ যে ধর্ম নারীকে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সর্বাপেক্ষা অধিক অধিকার দিয়াছে তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হইতে লজ্জিত হওয়া উচিত।

www.ahlehadeethbd.org

অধ্যাপক মোহাম্মদ হাসান আলী এম, এ, এম এম

আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসাইন দেহ্‌লভী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শাদী মোবারক

মওলানা ইসহাক সাহেবের খেদমতে অবস্থান কালে দিল্লী পৌঁছিবার ৬ষ্ঠ বর্ষে হিজরী ১২৪৮ মুতাবেক ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে স্বীয় উস্তাদ মওলানা সৈয়দ আবদুল খালেক সাহেবের কন্যার সহিত তাঁর বিবাহ হয়। এই বিবাহের উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং মওলানা ইসহাক সাহেব এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মওলানা ইয়াকুব সাহেব। মওলানা আলী আহমদ সাহেব (মিঞা সাহেবের সহপাঠী এবং তাঁর গ্রামবাসী) এক সুদীর্ঘ পত্রে এই বিবাহের বিবরণ প্রদান করেন এইভাবে :

"জনাব মওলানা সৈয়দ নযির হুসাইন সাহেবের সঙ্গে হযরত মওলানা মরহুম আবদুল খালেক সাহেবের কন্যার এই বিবাহ মহফিলে যে সকল বুযর্গান যোগদান করেছিলেন হযরত মওলানা শাহ ইসহাক সাহেব ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি এশার নামায থেকে ফজরের নামায পর্যন্ত বহু সংখ্যক উলামা ও ছাত্রবৃন্দ সহ পাঞ্জাবী কাট্‌রার সেই পুরাতন মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। এটা একটা পূত পবিত্র ও পুণ্যময় মহফেল ছিল। অত্র পত্র লেখক স্বয়ং এই মহফিলে উপস্থিত ছিল।"

মওলানা সৈয়দ নযির হুসাইন সাহেবের বিবাহ, মওলানা আবদুল খালেক সাহেবের কন্যা সম্প্রদান এবং মওলানা শাহ ইসহাক সাহেবের মত বুযর্গ ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের যোগদান ইত্যাদি বিষয়গুলি চিন্তা করলে অনায়াসেই এই মহফিলের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে হযরত মিঞা সাহেবের ১২৯২ হিজরীর ১১ই মুহররম তারিখে স্বহস্ত-লিখিত একটা বিবৃতি নিম্নে উধৃত করা যাচ্ছে। এতে তাঁর ছাত্রজীবনের অবস্থাও জানা যাবে।

"আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া তাঁরই অপার অনুগ্রহে হিজরী ১২৪৩ সালের ১৬ই রজব তারিখে বুধবার দিন আমি দিল্লী আগমন করি। শাহজাহানাবাদে মওলানা শুজাউদ্দীন মুফতীয়ে আউয়াল সাহেবের বাড়ীতে আমার গ্রামবাসী এক বন্ধু পূর্ব থেকেই অবস্থান করছিলেন। আমি এই অসহায় অধম সেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করি। ১০।১৫ দিন পর সেখান থেকে পাঞ্জাবী কাট্‌রার আওরঙ্গাবাদী মসজিদে মওলানা মরহুম আবদুল খালেক সাহেবের খেদমতে উপনীত হই। সেখানে অবস্থান ক'রে সাড়ে তিন বৎসরকাল্ মওলানা মরহুম জালালুদ্দীন, মওলানা মরহুম শের মোহাম্মদ কান্দাহারী, মওলানা মরহুম সাঈদ পেশোয়ারী এবং মওলানা মরহুম আবদুল খালেক সাহেবানের নিকট ফরাসী আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ ইত্যাদি উপরে বিষয়গুলিতে জ্ঞান অর্জন করি। তারপর ইলমে হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করি। ইতিমধ্যে আমার দিল্লী পৌঁছিবার ৬ষ্ঠ বৎসরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। বিয়ের রাত্রে বিবাহ বাসরে হযরত মওলানা ইসহাক ও মওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবান বহু সংখ্যক তালেবুল ইলমসহ উপস্থিত

www.ahlehadeethbd.org

ছিলেন। উক্ত তালেবুল ইলমগণ সারা রাত তাঁদের নিকট কোরআন মজিদ ও আবুদাউদ অধ্যয়ন করেন। সকালবেলা ওলিমার খানাপিনা গ্রহণ ক'রে তাঁরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।"

"ঐ সময়ে আমি আমার সহপাঠী মৌলবী আবদুল্লাহ সিন্ধী মৌলবী মোহাম্মদ গুল কাবুলী, সাসুরাওয়ান নিবাসী মৌলবী নুর আলী, সুরাটের অধিবাসী হাফেয মোহাম্মদ ফাযেল ও হাফেয হাজী মহাম্মদ মরহুম সাহেবান সহ ভোর বেলায় জনাব মওলানা ইসহাক সাহেবের নিকট সহি বুখারী পাঠে যোগদান করতাম। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই আমি শ্রবণ করতাম এবং কম সময়েই পাঠ করতাম। পক্ষান্তরে, মৌলবী রহমতুল্লাহ বেগ ও আমি মওলানা আবদুল খালেক মরহুম সাহেবের নিকট সহীহ বুখারী আরম্ভ করেছিলাম। পূর্বদিন তাঁর নিকট পড়ে নিতাম এবং যেখানেই সন্দেহের উদ্রেক হত পর-দিন ভোরবেলা মওলানা মামদুহের নিকট তাহা নিরসন করে নিতাম। এই ভাবে ৭ মাসের সাধনায় মওলানা মরহুম আবদুল খালে-কের নিকট এবং ৯ মাসের সাধনায় মওলানা মগফুর ও মরহুম ইসহাক সাহেবের নিকট বুখারী শরীফের অধ্যয়ন সমাপন করি। সহী মুসলিম খতম করবার বেলাতেও ঐ একই পদ্ধতি অবলম্বন করি। কিন্তু মুসলিম শরীফ অধ্যয়ন কালে মৌলবী আবদুল্লা সাহেব আমার সহপাঠী ছিলেন না। তিনি মাত্র সহি বুখারী খতম করেই বাড়ী ফিরে যান। অন্যান্য তালাবাগণ যথারীতি সহী মুসলিম খতম করেন।"

"মওলানা মরহুম ইসহাক সাহেবের খেদমতে আমার সময়সূচী ছিল সকাল বেলা। অপর দিকে আমার গ্রামবাসী ইয়ার আলী এবং অপর দুইজন একই গ্রামের অধিবাসী মৌলবী কুতুবুদ্দিন খান মরহুম এবং মৌলবী আলী আহমদ সাহেবান সহী বুখারী পাঠ করতেন যোহর নামাযের পর। আমি ঐ সময়ে তাঁহার সঙ্গে যোগদান করি নাই। তাঁরা এখন টোঁকের নওয়াব ওযিরুদ্দৌলার দরবারে মীর মুন্শীর পদে সমাসীন। ঐ সময়ে নওয়াব কুতবুদ্দীন খান সাহেবের সঙ্গে আমার তেমন কোন পরিচয় ছিল না। মওলানা মরহুমের দরবারে যখন হেদায়ার পাঠ শুরু হয় তখন নওয়াব কুতবুদ্দীন খান মরহুম, দাক্ষিণাত্য বাসী-মৌলবী বাহাউদ্দীন, পানিপথের কাযী মাহফুযুল্লা সাহেবের পিতা এবং মৌলবী কারী হাকেয করমুল্লা মরহুম সাহেবান তাতে যোগদান করেন। আমি নিজেও উক্ত পাঠে তাঁদের সহপাঠী ছিলাম। শেষোক্ত হাকেয করমুল্লা মরহুম স্বয়ং, তাঁর পিতা ও ভ্রাতৃ চতুষ্টয় মওলানা শাহ আবদুল আযীয সাহেবের হস্তে ইসলামে দীক্ষিত হন। হেদায়া অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় জামেয়ে সগীর পাঠে আমি আবার তাঁদের সঙ্গে শরীক হই। কিন্তু ঐ কেতাব খানা ৫। ৬ পরিচ্ছেদ পাঠ করেই আমি একাকী কানযুল উম্মাল ২। ৩ পরিচ্ছেদ মওঃ মরহুমের নিকট পড়ে ফেলি। তারপর নওয়াব শামসুদ্দীন মরহুমের মৃত্যুজনিত দুর্ঘটনার পর মৌঃ মোঃ ইব্রাহিম নগর নহুবী আযিমাবাদী সাহেব যখন রামপুর থেকে দিল্লী চলে আসেন তখন তিনি তফসীরে বায়যাবীর কিছু অংশ এবং সহী বুখারী মওলানা মরহুমের নিকট অধ্যয়ন করেন এবং জলদি জলদি ৩।৪ মাসের মধ্যে সহী বোখারী খতম করেন। বুখারী শ্রবণে আমিও তাদের শরীক ছিলাম এবং আদ্যোপান্ত শ্রবণ

www.ahlehadeethbd.org

করেছিলাম। এই জন্যই মওলানা মরহুম আমার সনদে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, "আমার নিকট বহু হাদীস সে শ্রবণ করেছে।" হেদায়া পাঠ কাল থেকে নওয়াব কুতবুদ্দীন খান সাহেবের সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়।

মিঞা সাহেব তাঁর আর এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন,

"মওলানা মরহুমের নিকট আমি বহু হাদীস শিক্ষা করেছি এবং ১২ | ১৩ বৎসর কাল তাঁর খেদমতে অতিবাহিত করেছি। এত দীর্ঘকাল তাঁর সাহচর্য্য লাভ করবার সৌভাগ্য আমি ছাড়া আর কোন শাগেরদেরই হয় নাই। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে শত শত ফতওয়া লিখবার সুযোগও আমার ঘটেছে। মওলানা মরহুম স্বয়ং পরীক্ষা-মূলক ভাবে এবং ফতওয়া প্রার্থীদের প্রয়োজন পূরণার্থেও জওয়াব লিখবার জন্য সওয়ালগুলি আমার হাতে ন্যস্ত করতেন।"

মওলানা শাহ ইসহাক (রহঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

তাঁর কুনয়াত ছিল আবু মুলায়মান, পিতার নাম মহম্মদ আফযল ফারুকী। তিনি লাহোরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি মওলানা শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দেস দেহলভির দৌহিত্র ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ ১১৯২ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন মওলানা শাহ আবদুল কাদের, মওলানা শাহ রফিউদ্দীন এবং মওলানা শাহ আবদুল আযীয সাহেবানের কাছে। শাহ আবদুল আযীয সাহেবের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় শিক্ষকতা কার্যে তিনিই তাঁর নানার স্থলাভিষিক্ত হন। হজ উপলক্ষে তিনি হিজরী ১২৪০ সালে মক্কা মোয়াজ্জমা গমন করেন। সেখানে শায়খ উমর বিন আবদুল আযীয মক্কীও (মৃত্যু ১২৪৭ হিঃ) তাঁকে স্বীয় পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করিবার অনুমতি প্রদান করেন। এর ১৬ বছর পরে তিনি দিল্লী থেকে মক্কায় হিজরত করেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সেখানেই তিনি ৭০ বৎসর বয়সে হিজরী ১২৬২ সালের রজব মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং খদীজাতুল কোবরার মাযারের পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। শাহ আবদুল আযীয তাঁর এই দৌহিত্রকে দেখলেই আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠতেন,

الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسماعيل واسحاق •

"আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া, তিনি আমাকে আমার বৃদ্ধকালে ইসমাইল ও ইসহাক পুত্রদ্বয় ইনায়েত করেছেন।"

শাহ আবদুল আযীয সাহেব প্রায়ই বলতেন, আমার বক্তৃতার ধারা পেয়েছে ইসমাঈল, লেখনীর ধারা পেয়েছে রশীদুদ্দিন এবং পরহেযগারী পেয়েছে ইসহাক।

মিঞা সাহেব বলতেন, শাহ আবদুল আযীয সাহেবের জীবদ্দশায় শাহ ইসহাক সাহেবই ইমামতি করতেন। তিনি পাগড়ীহীন অবস্থায় শুধু টুপী পরে নামায পড়াতেন। একজন মুসল্লি জনাব শাহ আবদুল আযীয সাহেবের কাছে অভিযোগ করেন, "পাগড়ী না বেঁধে ইসহাক সাহেব ইমামতি করেন!" শাহ সাহেব জনাব ইসহাক সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "পাগড়ী বাঁধ না কেন, দেখ ত মোল্লা সাহেব কি বলেন?" তিনি নীরব রইলেন। আর একবার যখন উক্ত মোল্লা সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে জনাব শাহ সাহেবকে বলতে লাগলেন,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"ইমাম সাহেব যদি পাগড়ী না বাঁধেন তাহলে আমরা মুক্তাদীগণ যারা পাগড় বাঁধি তাদের নামায হবে কি করে? আমাদের নামায ত মকরুহ হয়ে যাবে।" প্রত্যুত্তরে শাহ সাহেব ক্রোধান্বিত হয়ে বলে উঠলেন, "হাঁ এখন ত ইসহাক টুপী পরেই ইমামতি করছে, কিন্তু তাকে বলে দেব সে যেন এরপর খালি মাথায় ইমামতি করে, তবু গোটা পৃথিবীকে তার পিছনে নামায পড়তে হবে।"

সার সৈয়দ আহমদ খাঁ তাঁর আসারুস্‌সানাদিদ গ্রন্থে শাহ ইসহাক সম্পর্কে লিখেছেন :

তিনি শাহ আবদুল আযীয সাহেবের সম্মুখে বসে দীর্ঘ ২০ বৎসর কাল ছাত্রদেরকে হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন। সুন্নত বিরোধী কোন কাজই তাঁর কাছ থেকে প্রকাশ পায় নাই। চরিত্র গুণে তাঁকে দেখে নবীর সাহাবাদের কথাই মনে পড়ত। তাঁর উল্লেখযোগ্য শাগরেদদের একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :

১। মওলানা মুহম্মদ ইয়াকুব, ২। মৌঃ মুহম্মদ উমর বিন মওলানা ইসমাঈল শহীদ, ৩। মৌঃ কারামত আলী ইস্‌রাঈলী, ৪। শায়েখ মোহাঃ আনসারী সাহরানপুরী মক্কী, ৫। মৌঃ আবদুল খালেক দেহলভী (মিঞা সাহেবের শ্বশুর), ৬। মৌঃ ছেফাতুল্লাহ (কাযী মাহফুজুল্লাহ পানিপথীর পিতা), ৭। মওলানা সৈয়দ মুহম্মদ নযীর হুসায়েন, ৮। মৌঃ ইয়ার আলী বারুতির-হাত, ৯। মৌঃ মোহাঃ ইবরাহিম নগর নহযুবী আযিমাবাদী, ১০। শায়েখ মোহাম্মদ খানুবী, ১১। শাহ আবদুল গণি দেহলভী মুহাজের, ১২। মৌঃ আলী আহমদ নযিলেটোঁক, ১৩। নওয়াব কুতুবুদ্দীন খাঁ দেহলভী, ১৪। মৌঃ আলম আলী মোরাদাবাদী, ১৫। শাহ ফযলুর রহমান গঞ্জে মোরাদাবাদী, ১৬। মুফতী ইনায়েত আহমদ, ১৭। মওলানা মুহম্মদ হাযেমী আরাবী, ১৮। মৌঃ সুবহান বখশ শিকারপুরী, ১৯। মৌঃ আবদুল্লাহ্ সিন্ধী, ২০। মৌঃ গুল কাবুলী, ২১। মৌঃ নুর আলী সাসরুয়ান, ২২। হাফেয মোহাঃ কাযেল সুরাটী, ২৩। হাফেয হাজী মুহম্মদ জৌনপুরী দেহলভী, ২৪। মৌঃ বাহাউদ্দীন দাক্ষিণাত্যবাসী, ২৫। মৌঃ কারী হাফেয করমুল্লাহ্ দেহলভী, ২৬। মৌঃ নুরুল হাসান কান্ধেলী, ২৭। মৌঃ নসিরুদ্দীন, ২৮। মৌঃ আবদুল কাইয়ুম ভূপালী (শাহ আবদুল আযীয দেহলভীর পৌত্র), ২৯। মৌঃ নওয়াজেশ আলী দেহলভী, ৩০। মৌঃ রুস্তম আলী খাঁ দেহলভী, ৩১। হাফেয আহমদ আলী সাহারানপুরী, ৩২। কারী আবদুর রহমান পানিপথী।

১২৪৮ হিজরীর প্রথম ভাগে (১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে) মিঞা সাহেবের শাদী মুবারক সুসম্পন্ন হয় এবং ঐ বছরের শেষ ভাগে পুত্র সৈয়দ শরীফ হুসায়েনের জন্ম হয়। দুঃখের বিষয় মিঞা সাহেবের ছাত্র জীবনের বিস্তারিত ইতিহাস জানবার কোন উপায় নেই। তিনি নিজেও তাঁর জীবনেতিহাস লিখে যান নাই এবং তাঁর শাগরেদগণও সে চেষ্টা করেন নাই। অবশ্য কে চিন্তা করতে পেরেছিল যে, এই নিঃস্ব নিঃসম্বল ছাত্রটী একদিন ভারতের রাজধানীর বুকে আলেমকুল শিরোমণি এবং মুসলিম জগতে হাদীস শাস্ত্রের উজ্জ্বল ভাস্কররূপে প্রতিভাত হবেন? যিনি কোন সুপ্রসিদ্ধ ওলামা বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, কোন সুপ্রসিদ্ধ জনপদের অধিবাসীও নন, ধন দৌলতের অধিকারীও নন, অথবা উল্লেখযোগ্য জাগতিক মর্যাদাসম্পন্নও নন, তিনিই একদিন সঠিক অর্থে মুজাদ্দেদ কথিত হবার যোগ্যতা লাভ করবেন?

সেকালে দীনি ইল্‌মের বিখ্যাত মাদ্‌রাসা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সমূহে ফতওয়া-কারায়েয লিখবার ব্যবস্থা ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উস্তাদজী তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রের হস্তে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করতেন। প্রয়োজন হলে তিনি সংশ্লিষ্ট কেতাবাদির বরাত দিয়ে দিতেন। মিঞা সাহেবের প্রতিভা স্ফুরণের এটাও একটা কারণ। তাঁর এক লিখিত বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, "হযরত মওলানা (ইসহাক) সাহেবের নিকট থেকে আমি বহু হাদীস পেয়েছি। অধিকন্তু ১২।১৩ বছর তাঁর সংসর্গে বাস করবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। এহেন দীর্ঘ সাহচর্য লাভ আমি ছাড়া আর কোন শাগরেদেরই হয় নাই। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তাঁর খেদমতে বসে শত শত ফতওয়া লিখবার সুযোগ আমার হয়েছে। মওলানা মরহুম ফতওয়া প্রার্থীদের প্রশ্নগুলির জওয়াব লিখবার জন্য আমাকেই আদেশ দিতেন।" এর থেকে বুঝা যায় গোড়া থেকেই তাঁর প্রতিভার প্রতি হযরত মওলানা সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল। একবার জারজ সন্তান সম্পর্কে এক ফতওয়া প্রার্থনা করা হয়। মওলানা সাহেব একে একে তাঁর সমস্ত শাগরেদকেই উক্ত ফতওয়ার জওয়াব লেখার জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু মিঞা সাহেব ব্যতীত আর কেউ সে আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। অতঃপর মিঞা সাহেবের লিখিত জওয়াব পাঠে তিনি এত মুগ্ধ হন যে, তিনি আনন্দের আতিশয্যে বলে ফেললেন, "এই তেজস্বী বালকের ভিতরে ওহাবিয়াতের গন্ধ পাওয়া যায়।" জ্ঞানীগণ বুঝতে পারেন, মওলানা ইসহাক সাহেব মিঞা সাহেবকে এই একটী মাত্র শব্দ দ্বারা (ওহাবিয়াত) কেতাব ও সুন্নতের অনুসরণ এবং তবলীদকে (অন্ধবিশ্বাস) বর্জন করবার উৎসাহ দানের গৌরবে গৌরবান্বিত করেছেন। অবশ্য খাঁটী সুন্নতের অনুসরণকারীগণকে যে ওহাবী বলা হয়েছে তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

মওলানা ইসহাক সাহেবের খেদমতে অবস্থান করতে থাকলেও আওরঙ্গাবাদ মসজিদে তাঁর শিক্ষকতা কার্য শুরু হয়ে অব্যাহত ছিল। তবু প্রকৃত প্রস্তাবে মওলানা সাহেবের হিজরত করার পর থেকেই স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে তাঁর অধ্যাপনা কার্য আরম্ভ হয়।

হযরত মওলানা ১২৫৮ হিজরী সালে শওয়ালের চাঁদে মক্কা মোয়াজ্জমায় হিজরত করেন। তাঁর ঐ হিজরত মুহূর্তেই মিঞা সাহেব তাঁর নিকট থেকে সনদ প্রাপ্ত হন।

সনদ প্রাপ্তির বিবরণ

শাহ ইসহাক সাহেব হিজরতের উদ্দেশ্যে দিল্লী থেকে বের হন এবং নিজামুদ্দিন নামক স্থানে প্রথম মনজিল করেন। ৩ দিন তথায় অবস্থান করেন। বহু লোক ঐ স্থান পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে গমন করেন। মুফতী সদরুদ্দীন সাহেব জনাব শাহ আবদুল আযীয, শাহ আবদুল কাদের এবং শাহ রফীউদ্দীন এই তিন বুযর্গেরই শাগরেদ ছিলেন। তারপর শাহ ইসহাক সাহেবের ছাত্র দলে ভর্তি হন। নিজামুদ্দিনে পৌঁছে মুফতী সাহেব শাহ সাহেবের নিকট সনদের আবেদন করেন কিন্তু তিনি নীরব থাকেন। তখন মিঞা সাহেবের দ্বারা সুপারিশ করান। তখনও শাহ সাহেব নীরব থাকেন। দ্বিতীয় দিন ফজরের নামাযের পর মিঞা সাহেব আবার মিনতির সুরে বললেন: 'হুযুর, মুফতী সাহেবের দুর্ভাগ্য যে, তিনি হযরত-এর কাছ থেকে সনদ গ্রহণ করেন নাই, এখন আপনিও যদি চলে যান তাই সে তাঁর সনদ পাবার আর কোনই পথ থাকবে না। তখন

www.ahlehadeethbd.org

তিনি তাঁকে সনদ প্রদান করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেন তোমাকেও সনদ দেওয়া হয় নাই, তুমিও নিয়ে নাও"। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, "হুযুর দোওয়া করবেন যেন জ্ঞান লাভ করতে পারি। যদি তাতে কৃতকার্য হই তা হলে সনদের কোন প্রায়োজনই হবে না। অন্যথায় সনদ কোন উপকারেই আসবে না।" তা সত্ত্বেও শাহ সাহেব স্বহস্তে তাঁকে সনদ লিখে দিলেন। শাহ সাহেবের হিজরত করবার পর তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে হয়ত বা নিজের অজ্ঞাতসারেই সেই কাজে আত্মনিয়োগ করলেন যার জন্য আল্লাহ পাক তাঁকে পয়দা করেছিলেন।

সনদের বঙ্গানুবাদ

আম্মা বাদ, আমি খাকছার মোহাম্মদ ইসহাক বলিতেছি যে, মৌলবী সৈয়দ নযীর হুসায়েন সাহেব আমার নিকট সিহাহ সিত্তা অর্থাৎ বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা ও নাসায়ী সম্পূর্ণভাবে ও কানযুল উম্মাল, জামেয়েস সগীর এবং আরও অন্যান্য কেতাব আংশিক ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তা ছাড়া বহু সংখ্যক হাদীস তিনি আমার নিকট শ্রবণ করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ সকল কেতাবের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্যে লিপ্ত হওয়া তাঁহার কর্তব্য হইবে। কেননা আহলে হাদীসদের নিয়মানুসারে বিশ্বস্তসূত্রে তিনি এ কার্যের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আমি উক্ত কেতাব সমূহ পাঠ করিবার, শ্রবণ করিবার ও পড়াইবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলাম মহান উস্তাদ শায়েখ আবদুল আযীয মুহাদ্দেস দেহলভীর নিকট হইতে, আবার তিনি লাভ করিয়াছিলেন শায়েখ অলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভীর নিকট হইতে (রহমাতুল্লাহে আলায়হেমা) এবং অবশিষ্ট সনদ তাঁহার নিকট লিখিত আছে। ২রা শওয়াল, ১২৫৮ হিজরী সালে এই সনদ লিখিত হইল।

মোহর, মুহম্মদ ইসহাক (১২৫২)

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, হিংসাপরবশ হয়ে কেউ কেউ বলেছেন মিঞা সাহেব শাহ ইসহাক সাহেবের শাগরেদ নন। আবার কেউ কেউ বলেছেন সিহাহ সিত্তা আদ্যোপান্ত শাহ সাহেবের কাছে পড়েন নাই। এর উত্তরে মওলানা হাফিযুল্লাহ খাঁ দেহলভী সাহেবের নামে লিখিত মওলানা আলী আহমদ সাহেবের পত্রখানার বরাত দেওয়া যেতে পারে। মওলানা আলী আহমদ সাহেব স্বচক্ষে তাঁকে শাহ সাহেবের খেদমতে পড়তে দেখেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, হযরতুল আল্লামার সনদখানাই তাঁর খেদমতে মিঞা সাহেবের সিহাহ সিত্তা আদ্যোপান্ত পাঠ করবার উপযুক্ত সাক্ষ্য।

মিঞা সাহেবের সম্মুখে যখন শত্রুদের ইত্যাকার সমালোচনার কথা আলোচিত হত তিনি সনদটাকে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করবার আদৌ প্রয়োজনীয়তা বোধ করতেন না; বরং বলতেন, "দেখ, আমি সনদ টনদ বুঝি না, পড়াতে পারি কি না, তাই বল।"

মওলানা আহমদ আলী সাহারাণপুরীর (বুখারী শরীফের হাশিয়া লেখক) সঙ্গে মিঞা সাহেবের এক দিনের ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি পড়াচ্ছেন এমন সময় মওলানা সাহারাণপুরী উপস্থিত। তিনি তখন তাঁর পুত্র মওলানা শরীফ হুসায়েনকে তাঁর সনদখানা নিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলেন। এদিকে ছাত্রদেরকে বললেন, চল মিঞা চল, আমি বকরীর রাখালী করি না, উটের

www.ahlehadeethbd.org

রাখালী করি। তারপর মওলানা শাহারাণপুরীকে সম্বোধন করে বললেন, "আমি শুনেছি তুমি নাকি বল যে, আমি মওলানা শাহ ইসহাকের নিকট পড়ি নাই।" উত্তরে তিনি বললেন, আমি প্রথম বার যখন আমার পিতার সঙ্গে দিল্লী আগমন করি তখন আপনি শরহে মোল্লা কেতাবখানা মাত্র আরম্ভ করেছিলেন। সে উপলক্ষে যে মিষ্টান্ন বিতরণ করেছিলেন তাও খেয়েছিলাম। মিঞা সাহেব তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কতদিন পর আবার দিল্লী এসেছ?" "১২ বৎসর পর"। "তাহলে তুমি আমাকে পড়তে কি দেখেছ? আমি ত তখন সিহাহ শেষ করে ফেলেছি।" "আচ্ছা, বল ত দেখি, তোমাকে মওলানা শাহ ইসহাক সাহেবের শাগরেদ কে বানিয়েছিল?" "আপনি।" (মওলানা আহমদ আলী সাহেব হাদীস পড়বার জন্য শাহারাণপুর থেকে দিল্লী আগমন করেন। মওলানা ইসহাক সাহেব তখন হিজরত করার জন্য প্রস্তুত। আহমদ আলী সাহেব স্থির করলেন তিনি মওলানা করমুল্লাহ্ সাহেবের খেদমতে হাদীস অধ্যয়ন করবেন। কিন্তু মিঞা সাহেব তাঁকে পরামর্শ দিলেন, 'মিঞা, যদি সিহাহ পড়তে হয় তাহলে মওলানা ইসহাক সাহেবের সঙ্গে মক্কা চলে যাও; হজ করাও হবে, একজন কামেল উস্তাদের কাছে সিহাহ পড়াও হবে"। ফলে তিনি তাই করেছিলেন। সুতরাং মিঞা সাহেব অনুযোগের স্বরে বললেন,) "তাহলে কোন্ বুদ্ধিমান একথা স্বীকার করবে যে, আমি পরামর্শ দিয়ে তোমাকে যাঁর শাগরেদ বানালাম আমি নিজেই তাঁর শাগরেদ হতে গেলাম না।" তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি মওলানা ইসহাক সাহেবের হাতের লেখা চেন?" "খুব চিনি।" তখন সনদখানা সামনে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ মোহর কার?" উত্তরে বললেন, "মওলানা শাহ ইসহাক সাহেবের।"

যতদিন হাদীস বর্ণনা করবার মৌখিক নিয়ম প্রচলিত ছিল ততদিন হাদীস বর্ণনা কালে বর্ণনাকারী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সমস্ত রাবীদের নাম বর্ণনা করতেন। আদ্যোপান্ত সমুদয় রাবীর অবস্থা জানবার পর উক্ত হাদীস গ্রাহ্য হত। বর্ণনার এই সূত্রকেই সনদ বলা হত। কিন্তু বর্তমানে মুহাদ্দিসদের প্রচেষ্টায় সমস্ত মুখস্তকৃত ও বিচ্ছিন্ন রওয়ায়েতগুলিকে একত্রিত করা হয়েছে। অধিকন্তু 'আসমায়োর রেজাল' নামে হাদীস শাস্ত্রে একটা স্বতন্ত্র শাখা তৈয়ার হওয়ায় হাদীসগুলোকে সহীহ ও যয়ীফ ইত্যাদি পৃথক পৃথক পর্যায়ে নির্বাচন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে হাদীস শাস্ত্রের পঠন ও পাঠন এখন খুবই সুশৃঙ্খল ও ফলপ্রসূ রূপ নিয়েছে।

মিঞা সাহেবের ছাত্রাবস্থায় একবার এক ইস্তিফতায় প্রশ্ন করা হয়েছিল, "কেউ চার আনা ধার নিল। তখন চার আনার মূল্য ছিল ২০ পয়সা, আর এখন ২৫ পয়সা। সুতরাং ঐ দেনা পরিশোধ করতে এখন কত দিতে হবে—২০ পয়সা না ২৫ পয়সা?" শাহ সাহেব জওয়াব লিখলেন, "যত পয়সা ধার নিয়েছিল তত পয়সা অর্থাৎ ২০ পয়সা। শাগরেদরা সকলেই মৌন-সম্মতি জানালেন। কিন্তু মিঞা সাহেব বললেন, "এখন ২৫ পয়সা দিলে দেনা শোধ হবে, ২০ পয়সায় নয়। কারণ পরিশোধকালে পয়সার যে মূল্য হার সেই হারেই পরিশোধ করতে হবে।" শাহ সাহেব প্রশ্ন করলেন, "কেন?" তিনি জওয়াবে নিবেদন করলেন "পয়সার মূল্য পরিবর্তনশীল, অপরিবর্তনীয় নয়।" কিন্তু শাহ সাহেব ভ্রূক্ষেপ করলেন না। পক্ষান্তরে মিঞা সাহেবও ২০ পয়সার জওয়াবে দস্তখত দিলেন না। শাহ ইসহাকের ন্যায় উস্তাদের প্রতি এই বিরোধিতায় সকলেই অবাক হয়ে গেল। ৬ মাসকাল এর আলোচনা চলতে থাকল। ৬ মাস পর মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে 'তোয়ালেউল আনোয়ার' (طوالع الانوار) নামক একখানা গ্রন্থ মিঞা সাহেব নিয়ে এলেন এবং শাহ সাহেবের খেদমতে পেশ করলেন। শাহ সাহেব তখন তাঁর প্রেরিত ফতওয়া টা ফেরত নিয়ে এসে সংশোধন করে দিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উম্মু সুলাইম বিন্‌তু মিলহান

(১৬৭-এর পাতার পর)

ক্রোধ যেন সপ্তমে উঠে গেল। বজ্রের মত গর্জন করে সে বলল, "খবরদার: আমার ছেলেকে বিভ্রান্ত করবে না।" উম্মু সুলাইম শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, "আমার পেটের ছেলেকে আমি কোন দিন গুমরাহ হতে দিব না। আমি তাই তাকে শান্তির পথে, মুক্তির পানে আহ্বান জানাচ্ছি।"

হযরত উম্মু সুলাইম তাঁর দাম্পত্য জীবনে আদৌ বিচ্ছেদ ঘটাতে চাননি। কিন্তু একথাও সত্য যে, তিনি তাঁর ঈমানে ছিলেন স্থির, অটল। তাই তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় স্বামীকে সৎপথে আনবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টা বিফল হয়। তিনি ইসলামের শাশ্বত শিক্ষা ও সনাতন বাণীর দিকে তাঁর স্বামীকে যতই আহ্বান জানাতে থাকেন ততই তার রাগ বাড়তে থাকে। অবশেষে একদিন সে রাগান্বিত অবস্থায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। কিছু দিন পরেই খবর পাওয়া যায় যে, সে তার এক পুরানো দুশমনের হাতে নিহত হয়েছে। মালিকের মৃত্যুর পর বানু-নাজ্জার বংশের আবু ত্বালহা নামক এক ব্যক্তি উম্মু সুলাইমকে (রাঃ) বিয়ে করার জন্য পয়গাম পাঠান। আবু ত্বালহা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। তাই উম্মু সুলাইম পয়গামের জওয়াবে বলেন,

يا ابا طلحة مثلك ما يرد ولكنك امرء كافر و انا امرأة مسلمة و لا يحل لى ان اتزوجك الا ان تسلم فان تسلم فذاك مهرى ولا اسئلك غيره
(عون البارى)

"হে আবু ত্বালহা! তোমার মত লোককে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। কিন্তু বাধা এই যে, তুমি হচ্ছ একজন কাফির পুরুষ লোক আর আমি হচ্ছি একজন মুসলিমা নারী। আমার পক্ষে তোমাকে বিয়ে করা হালাল নয়, যে পর্যন্ত তুমি ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ না কর। আর তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তা হ'লে তোমার ইসলাম গ্রহণকেই মহর গণ্য ক'রে তোমায় বিয়ে করতে পারি। এ ছাড়া আর কিছুই আমি তোমার কাছে চাই না। (২)

উম্মু সুলাইম আবার বলতে লাগলেন, 'আবু ত্বালহা। কোনদিন কি চিন্তা করে দেখেছো, তোমরা যার সামনে মাথা নত কর, তা তো নিছক একটা প্রস্তরখণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব আমাদের কল্যাণ বা অকল্যাণ কিছুই সাধন করতে পারে না" আবু ত্বালহা আমতা আমতা করে জওয়াব দেন, "হাঁ, তা তো বটেই।" উম্মু সুলাইম বলেন, তবে এই পাথরের সামনে মাথা নত করা আর একে ষাষ্টাংগে প্রণিপাত করার কি অর্থ হয়? এইসব মূর্তিকে সেজদা করতে তোমার জাগ্রত বিবেকে একটুও কি বাধে না?"

আবু ত্বালহা সত্যিই এবার মহা ফাঁপরে পড়লেন। কি করবেন কিছুই ভেবে না পেয়ে শেষে বললেন: আমাকে স্থির চিত্তে চিন্তা করার জন্য কিছু সময় দাও।

বাড়ী ফিরে এসে তাঁর মনের কোণে এক আজব ভাবান্তর উপস্থিত হয়। তাঁর হৃদয়ের চিত্রপটে বারংবার শুধু একটি কথাই যেন প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, "এইসব মূর্তিকে সেজদা করতে

(২) নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান কৃত আওনুল বারী: ষষ্ঠ খণ্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

একটুও কি বাধে না ?" এভাবে বেশ কিছু দিন কেটে যায়, শত চেষ্টা সত্বেও আবু ত্বালহার মনের কোণ থেকে কথাটি কিছুতেই যেন সরতে চায়না।

অবশেষে একদিন তিনি ইতিকর্তব্য নির্ধারিত করে উম্মু সুলাইমের গৃহপানে এগিয়ে চলেন। তাঁর বাড়ী পৌঁছতেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠেন : اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله :

এরপর আর বাধা কিসের ?

হযরত উম্মু সুলাইম আনাসকে বললেন, তুমি এঁর সংগে আমার বিয়ে দিয়ে দাও।(৩)

যথানিয়মে শাদী মুবারক সুসম্পন্ন হ'য়ে গেল।

ইসলামের ইতিহাসে ইহাই সর্বপ্রথম বিয়ে, যার 'মহর' ধার্য্য হয়েছিল ইসলাম গ্রহণ।

বিয়ের পর আবু ত্বালহা আকাবার শেষ বাই'আতেও শামিল হন। এর কয়েক মাস পরেই আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তাঁর প্রিয় জন্মভূমি মাক্কা থেকে হিজরত করে মাদীনা (সেকালের নাম য়াসরিব) আগমন করেন।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মাদীনা পৌঁছলে উম্মু সুলাইম তাঁর পুত্র আনাসকে সংগে ক'রে রাসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে হাযির হ'য়ে বলেন, আল্লার রাসূল, এ আমার পুত্র আনাস। আমি একে আপনার খেদমতের জন্য উৎসর্গ করছি। দয়া করে এই নাচিয তুহফা কবুল করুন এবং আল্লার দরবারে এর জন্য দোয়া করুন (৪) রাসূলুল্লাহ (দঃ) আনাসকে খাদিমরূপে গ্রহণ করেন এবং তার জন্য দোয়া করেন। ঐ সময় আনাসের বয়স আট বছর (মতান্তরে দশ বছর) ছিল। আনাস রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর অন্তকাল পর্যন্ত দশ বৎসর ধরিয়া তাঁর অন্যতম খাদিমরূপে অবস্থান করেন। আনাস বলেন,

خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اف ولا لم صنعت.....

আমি দশ বছর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর খিদমত করি। তিনি আমার প্রতি কোন বিরক্তিব্যঞ্জক কথাও বলেন নাই—"তুমি কেন করলে ?" বা "তুমি কেন কর নাই ?" এইরূপ কথাও আমাকে বলেন নাই।—মিশকাত, (বুখারী ও মুসলিম) ক্রমশ :

(৩) হাফিয ইবনু হাজর কৃত 'আল্ ইসাবাহ' মূল তাবাকাত ইবনু সা'দ।

(৪) সাহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা ও সাহীহ বুখারী ৯৪৪ পৃষ্ঠা।

সাহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ৩৫২ পৃষ্ঠায় এইরূপ কোন হাদীস নাই। যাহা হউক উক্ত গ্রন্থে ২৫৩ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আবূ তালহা (উম্মু সুলাইম নয়) আমার হাত ধরিয়া আমাকে রাসূলুল্লাহ সঃ-এর নিকট লইয়া যান। অনন্তর বলেন, "হে আল্লার রাসূল, আনাস একজন বুদ্ধিমান বালক। অতএব সে আপনার খিদমত করুক !"

তারপর বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখিত পৃষ্ঠাসমূহে যাহা রহিয়াছে তাহাতে 'দয়া করে এই নাচিয তুহফা কবুল করুন' এই উক্তিটি নাই। অধিকন্তু ঐ সময় উম্মু সুলাইম রাসূলুল্লাহ সঃ-কে আনাসের জন্য দু'আ করিতেও বলেন নাই এবং ঐ সময়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আনাসের জন্য দু'আও করেন নাই। পরে কোন একদিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম উম্মু সুলাইমের বাড়ী গেলে উম্মু সুলাইম তাঁহাকে আনাসের জন্য দু'আ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি দু'আ করেন। দেখুন বুখারী ২১৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কুরআন মজীদের ভাষ্য

(১৬০-এর পাতার পর)

৩ اَلَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا، مَاتَرٰی فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ، فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ۔

৩। যিনি সৃজন করিলেন সংস্বয়যুক্ত সপ্ত উর্ধ্ব জগত। তুমি দেখিতে পাইবে না অসীম দয়াবানের সৃষ্টিতে কোন বৈকল্য বা গরমিল। অতএব ফিরাও তোমার দৃষ্টি ঐ দিকে। তুমি কি দেখিতেছ কোন ভাঙ্গন-ফাটন।

خلق الموت—মৃত্যু বা মরণকে পয়দা করিলেন—দার্শনিকদের অনুসরণে একদল মুসলিম বলেন যে, মরণ নাস্তিবিশেষ বলিয়া তাহার সৃজন হইতে পারে না। কেবলমাত্র অস্তিবিশেষেরই সৃজন হইয়া থাকে। তাই তাঁহারা এখানে 'খালাকা' এর অর্থ 'সৃজন করিলেন' না করিয়া উহার অর্থ করেন 'কাদ্দারা' (قدر) বা 'স্থির ও নিয়ন্ত্রণ করিলেন'।

কিন্তু খাঁটি ইসলামী দর্শন মতে 'মৃত্যু'ও একটি অস্তি-বাচক বস্তু। বস্তুতঃ মৃত্যু হইতেছে,

زَوَالُ الْقُوَّةِ الْحَيْوَانِيَّةِ وَاِبَانَةُ الرُّوْحِ مِنَ الْجَسَدِ (الخازن)

"জীবনীশক্তির অপসারণ ও শরীর হইতে রূহকে বিচ্ছিন্ন-করণ"। আর এই অপসারণ ও বিচ্ছিন্নকরণ নিশ্চিতভাবে অস্তিসম্পন্ন বা (وجودى) কাজেই মৃত্যুর অস্তিসম্পন্ন হওয়া অবধারিত।

ليبلو—যাহাতে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এই ধরণের আর একটি কথা কুরআন মাজীদের বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইতেছে ليعلم যাহাতে আল্লাহ্ জানিতে পারেন। প্রশ্ন উঠে, মানুষ ও জিন্নদের কে কি কাজ করিবে না-করিবে, কে সৎ এবং কে অসৎ হইবে, কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী হইবে; এক কথায় ভবিষ্যতে কি ঘটিবে না-ঘটিবে সবই তো আল্লাহ তা'আলার অনাদি ইল্‌মে অনাদি কাল হইতে জানা রহিয়াছে। কাজেই কোন কিছু জানিবার জন্য নূতন করিয়া কিছু করিবার অথবা পরীক্ষা লইবার প্রয়োজন আল্লাহ্ তা'আলার হয় না। তবে এই ধরণের উক্তি কেন করা হয়? জওয়াবে বলা হয় যে, ليبلو, ليعلم ক্রিয়াগুলি যে সব কাজের সহিত সম্পৃক্ত করা হইয়াছে ঐ ধরণের কাজগুলি অবলম্বন করিয়া মানুষ যেহেতু সাধারণতঃ পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং বিশেষ তথ্য অবগত হইয়া থাকেন তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষের সাধারণ নীতি ও পন্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঐরূপ উক্তি করেন। নচেৎ বস্তুতঃ কাহারও প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য আল্লাহ তা আলার জন্য না কাহারও পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয়, আর না বিশেষ কোন কিছু করিবার আবশ্যকতা দেখা দেয়; কেননা সে সব ব্যাপার অনাদি কাল হইতেই তাঁহার জানা রহিয়াছে।

احسن عملا : কর্মে উত্তম। উহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে যে সব উক্তি পাওয়া যায় তাহা এই, বিবেক-বুদ্ধি ও বুঝ সুঝে উত্তম; আল্লাহ্ তা'আলার আদেশসমূহ পালনে অত্যন্ত ক্ষিপ্র এবং তাঁহার নিষিদ্ধ কাজসমূহ বর্জনে বিশেষ যত্নবান; চরম আন্তরিকতা ও ইখ্‌লাস সহকারে একমাত্র আল্লার উদ্দেশ্যে ইসলামের যাবতীয় কাজ নিখুঁত ও সঠিকভাবে সম্পাদনে সবিশেষ তৎপর; দুনয়ার সম্পদ ব্যপারে আসক্তিশূন্য ও নির্লিপ্ত ইত্যাদি।

العزيز۔الغفور : মহা পরাক্রমশালী, মহা ক্ষমাবান। অর্থাৎ অন্যায় আচরণকারীকে যথাযোগ্য শাস্তি দান ব্যাপারে তাঁহার প্রতাপ অপ্রতিহত। তিনি শাস্তি দিলে তাহাতে বাধা দিবার কেহ নাই। আর ন্যায় আচরণকারীর ভুল-ত্রুটি ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাবান।

৩। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অসীম রাজক্ষমতা ও কুদ্‌রাতের দ্বিতীয় নিদর্শন বর্ণনা করা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইয়াছে। উহা হইতেছে ঊর্ধ সপ্ত জগতের সৃজন ও ঐগুলির সুবিন্যস্তভাবে স্থাপন। এই সৃষ্টিগুলি কয়েক ভাবে আল্লার অসীম কুদ্‌রাত প্রকাশ করে। যথা, (এক) ঐ বিরাট জগতগুলির শূন্যে অবস্থান। নীচের দিকে কোন দেওয়াল-খুঁটির উপরে ঐ গুলি স্থাপিতও নয়; আর উপরের দিকে কোন দড়ি-শিকল দিয়া লটকানোও নয়। কি অভিনব সৃষ্টি! (দুই) উহাদের প্রত্যেকটির পরিমাপ বিভিন্ন—সকলের পরিমাপ এক নয়। (তিন) উহাদের প্রত্যেকের গতিবেগ বিভিন্ন—সকলের গতিবেগ সমান নয়। (চারি) উহারা বিভিন্ন গতিতে বিভিন্ন ভাবে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে অথচ কাহারও সহিত কাহারও কোন সংঘর্ষ হয় না বা ধাক্কাও লাগে না।

سموت : (একবচনে سماء) বলা হয়

كل ما علاك فهو سماء তোমা হইতে উপরে যাহাই রহিয়াছে তাহাই سماء ; এই কারণে 'ছাদ' ও 'মেঘ' উভয়কে سماء বলা হয়। এই কারণে سموت এর অর্থ আকাশ না করিয়া 'ঊর্ধ জগত' করা হইল।

طباقا : فعال পরিমাপে মাস্‌দার طَابَقَ

হইতে; ইহার অপর মাস্‌দার مُطَابَقَةٌ ; অর্থ মিল হওয়া, একটির সহিত অপরটির খাপ খাওয়া। দুই পাট জুতা যখন আগাগোড়া সম্পূর্ণরূপে একই রকম হয় তখন আরবী ভাষায় বলা হয়। طابق النعل بالنعل—একপাট জুতা অপর পাটটির সহিত মিলিয়া গেল। এই মূল অর্থ ধরিয়া আমরা এখানে ইহার অর্থ করিলাম 'সমন্বয়যুক্ত'। কিন্তু হিজরী ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত তাফসীর গ্রন্থগুলিতে—যথা, তাফসীর বাগাভী, তাফসীর কাশ্‌শাফ, তাফসীর কাবীর ইত্যাদিতে তাফসীরকারগণ তৎকালীন গ্রহবিজ্ঞান ও জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া হইয়া 'তি-বাকান' (طباقا) এর মূল অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অর্থ করেন,

طبقا علي طبق بعضها فوق بعض

'একটি অপরটিকে বেড়িয়া স্তরকে স্তরকে সজ্জিত।'

বাক্যবিন্যাসে طباقا শব্দটি হইতেছে سبع سموت এর বিশেষণ। তাহার এই বিশেষণ রূপটি তিন ভাবে প্রকাশ করা যায়। (এক) মাসদারকে اسم الفاعل অর্থে গ্রহণ করিয়া। আরবী ভাষায় ইহা বেশ প্রচলিত। যথা, عدل (ন্যায় বিচার করা) শব্দটি মাসদার, কিন্তু উহা عادل বা 'ন্যায়বিচারক' অর্থে বেশ চালু আছে।

তখন طباق শব্দটির অর্থ হইবে مُطَابِقَةٌ বা

'সমঞ্জসশীল', সমন্বয়শীল। (দুই) শব্দটির পূর্বে ذات শব্দটি উহ্য ধরিয়া অর্থাৎ طباقا কে ذات طباق ধরিয়া। তখন অর্থ হইবে সমন্বয়ওয়ালা বা সমন্বয় যুক্ত। (তিন) طوبقت ক্রিয়া উহ্য ধরিয়া এবং طباقا কে উহার مفعول مطلق গণ্য করিয়া। এই অবস্থায় ইহা একটি স্বতন্ত্র বাক্য হইয়া سبع سموت এর বিশেষণ হইবে। তখন অর্থ হইবে, 'সৃজন করিলেন সপ্ত ঊর্ধ জগত যাহাকে পরস্পরের সহিত পূর্ণরূপে সমন্বিত ও সমঞ্জস করা হইল।

ما ترى : তুমি দেখিতে পাইবে না। এখানে 'তুমি' বলিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে প্রত্যক্ষ ভাবে এবং আদম সন্তানদের প্রত্যেককে পরোক্ষ ভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে। অনুরূপ ভাবে এই আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতটিতে যেখানেই 'তুমি', 'তোমাকে' ইত্যাদি বলা হইয়াছে সেখানেও উহার তাৎপর্য ঐ।

تفاوت : فوت মূল হইতে গঠিত; মূল অর্থ: বাদ পড়া ছুট পড়া।

فطور : ভাঙ্গন, ফাটল। ভাবার্থ বৈকল্য, ত্রুটি-বিচ্যুতি, গরমিল ইত্যাদি।

www.ahlehadeethbd.org

মূল : এ, কে, ব্রোহী
অনুবাদ : এস, আঃ মান্নান

"মানবীয় ইতিহাসের উপর পাক কুরআনের প্রভাব"

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনুরূপভাবে ইসলামের আবির্ভাব হইয়াছে দাসত্ব প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য। ক্রীত দাসের মুক্তিদান হইতেছে কুরআনের ভাষায় মানব জীবনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ সম্মানের আসন লাভের উপায়। মানবের মুক্তির বিষয়টী কুরআনে এত বেশী গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হইয়াছে যে, কুরআনকে "মানব মুক্তির দলীল" (Testament of Human Liberty) নামে অভিহিত করা যায়। মানুষের সম্বন্ধে উহাতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সে স্বাধীন ; এবং তাহার ও তাহার স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্ক একেবারে প্রত্যক্ষ। স্রষ্টা ও বান্দার মধ্যে মধস্থতা করার জন্য পুরোহিতের স্থান মোটেই নাই। মানুষ অবারিতভাবে তার স্রষ্টার আরাধনা কিরূপে সম্পাদন করিতে পারে, যদি না সে রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির দিক দিয়া স্বাধীন হয় এবং যদি না ধর্মের নামে শোষণ হইতে সে মুক্তি লাভ করে। আল্লাহতা'লা মানব সম্বন্ধে বলিয়াছেন : সে তার স্কন্ধের শিরার চেয়েও আমার বেশী নিকটবর্তী ... ... কি করিয়া অপরে তার জন্য আমার কাছে সুপারিশ করিতে পারে ? মানুষকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে যেন সে তার স্রষ্টার আরাধনা স্বাধীনভাবে সম্পাদন করিতে পারে।

সমগ্র বিশ্বই এক্ষণে ধর্মের বিষয়ে সহিষ্ণুতার কথা বলে। ... প্রত্যেক সভ্য দেশই একথা স্বীকার করিয়াছে যে, মানুষ তার নিজস্ব ক্ষুদ্র বিচার বিবেচনা ও মনন শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া তার নিজের নির্দ্ধারিত জীবনের লক্ষ্য হাসিলে নিজস্ব পথে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে স্বাধীন। আমার জ্ঞানে কুরআনই হইতেছে একমাত্র ধর্মপুস্তক যাহাতে উহার অনুসারীদিগকে একদিকে বলা হইয়াছে যে, সুন্দর ও শোভন বাক্যাবলীর দ্বারা লোকজনের হৃদয় জয়ের মাধ্যমে যেন ইসলামের প্রচার করা হয় ; অপরদিকে অন্য ধর্মালম্বীদের ধর্ম বিলাস ও ধর্মচারণের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু হইতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে, ধর্মে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। উহাতে রসূলুল্লাহকে (দঃ) সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে, তুমি বল— "তোমাদের প্রভু ও আমার প্রভু হইতেছেন একই আল্লাহ" যখন সমস্ত যুক্তি তর্ক ব্যর্থতায় পর্য্যবশিত হইল এবং ইসলাম বিরোধীরা যে কোন প্রকার যুক্তির কথা শুনিতে অস্বীকার করিল, তখন মুসলমানদিগকে ইহাই বলিতে শিক্ষা দেওয়া হইল —যে বাণী স্বয়ং আঁ হজরত (দঃ) (কুরআনের ভাষায় ইসলাম বিরোধীদিগকে বলিয়াছিলেন— "তোমাদের ধর্ম তোমাদের এবং আমার ধর্ম আমার।" পরধর্মসহিষ্ণুতার ব্যাপারে কুরআন একেবারে শেষ সীমায় গিয়া ঘোষণা করিয়াছে— তাহারা আল্লাহ ব্যাতিরেকে অন্য যাহাদিগকে (পূজার উদ্দেশ্যে) আহ্বান জানায় তাহাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্বন্ধে কোন কটূক্তি করিও না ; হয়ত তাহারা নিজেদের অজ্ঞতার জন্যই আল্লাহতা'লার সম্বন্ধেও কটূক্তি করিবে। আমরা মানুষের স্বভাবকে এমনভাবেই বানাইয়াছি যে, সে যাহা করে উহাকেই সে পছন্দ করে। তাহাদের সকলকেই অবশ্য তাহাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে এবং তাহারা যে কর্ম সম্পাদন করিয়াছে তাহা তিনি তাহাদিগকে বলিয়া দিবেন।" [সূরা আনআম : ১০৯ আয়াৎ]। ইসলাম এই যে পরমত সহিষ্ণুতা প্রচার করিয়াছে, তাহা মুসলমানরা বাস্তব জীবনে পালন করিয়াছে। ইহা উৎসারিত হইয়াছে সেই বৃহত্তর সত্যের উৎস হইতে যাহা "দ্বীন" বা জীবন প্রণালী নামে কুরআনে আল্লাহতা'লা কর্তৃক পয়গম্বরদের নিকট 'ওহি' মারফত প্রচারিত এবং তাঁহাদের দ্বারা সমগ্র বিশ্বের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে ; ঐ "দ্বীন" বা জীবন প্রণালী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, উহা মূলতঃ এক। কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে—'তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের নিকট আমরা "শরিয়ত" ও খোলা পথের ব্যবস্থা দিয়াছি। যদি আল্লাহতালা ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তোমাদের সকলকে এক মতাবলম্বী করিতেন ; কিন্তু তোমাদের প্রত্যেককেই তিনি যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহা দিয়াই পরীক্ষা করিতে চান। তোমরা একে অপরের সহিত সুকর্মে প্রতিযোগিতা কর।" [সূরা মায়দা, ৪৮ আয়াত]। অনুরূপভাবে কুরআনে আর একটি মহান সত্য বিবৃত হইয়াছে, যাহাতে বলা হইয়াছে—"প্রত্যেক জাতির জন্য আমরা তাহাদের উপযোগী করিয়া আচার অনুষ্ঠান নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছি। অতএব তাহারা যেন ঐ বিষয় লইয়া তোমার সহিত বিবাদ বিসম্বাদ না করে ; বরং তুমি তাহাদের বিষয় তোমার প্রভুর নিকট হাওয়ালা করিয়া দাও ; কারণ তুমি রহিয়াছ সঠিকপথে।" [সূরা হজ্জ ; ৬৭ আয়াত]।

বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পয়গম্বর প্রেরিত হইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহারা সকলেই এক দ্বীন' (অর্থাৎ জীবন ধারার বাণী) প্রচার করিয়াছেন ; যদিও ঐ উদ্দেশ্য হাসেল করার জন্য সময়োপযোগী ভাবে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করা হইয়াছিল। কুরআন ঘোষণা করিয়াছে— "এমন কোন জাতি নাই যাহার নিকট কোন সাবধানকারী প্রেরিত হয় নাই।" [সূরা ফাতের ২৩ আয়াত]। "তুমি (হে রসূল) সাবধানকারী ছাড় আর কিছু নও।" [সূরা রাআদ ৭ আয়াত।] "প্রাচীন জাতিসমূহের নিকট তোমার প্রভু এই নবীগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। [সূরা জোখরোফ ; আয়াত ৬] এই নবীদের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম কুরআনে উল্লিখিত হইয়াছে ; এবং অপরদের সম্বন্ধ বলা হইয়াছে—"আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে তোমাকে কিছুই বলি নাই।" [মোমেন, ৭৮ আয়াত]।

পরধর্ম সহিষ্ণুতার শেষ সীমা কুরআনে ঘোষিত হইয়াছে সূরা বাকারের ৫৯ আয়াতে, যাহাতে বলা হইয়াছে "নিশ্চয়ই যাহারা মুসলিম এবং যাহারা ইহুদী, খৃষ্টান ও সাবিয়ীন…তাহাদের যে কেহ আল্লাহতে ও শেষ দিবসে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং মঙ্গলজনক কার্য্য করে, তাহারা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে অবশ্যই পুরস্কার লাভ করিবে।" এর চেয়ে বেশী পরধর্ম-সহিষ্ণুতা কি সম্ভবপর ?

আমার ধারণা মতে মানব ইতিহাসে কুরআনের মহত্তম অবদান হইতেছে এই যে,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উহাতে সেই মৌল নীতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যে নীতির ভিত্তিতে সমগ্র মানব সমাজ শান্তি ও সৌহার্দের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া বসবাস করিতে পারে। কুরআনে পুনঃ পুনঃ মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ তাকীদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কি বলা হইয়াছে—"আমরা কি সমগ্র মানব সমাজকে এমন ভাবেই সৃষ্টি করি নাই যেন উহা একই সত্তা?" বিভিন্ন দল, বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যে যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয়, উহার মূল কারণ হইতেছে মানবমনের অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা—যে ইচ্ছা শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চায় "কে ন্যায় পথে রহিয়াছে" কিন্তু বলে না "ন্যায়" কি। কুরআন আমাদের সকলকেই আহ্বান জানাইয়াছে যে, আমরা যেন সকলেই একযোগে বিধাতার প্রবর্তিত কানুন আঁকড়াইয়া ধরি; এই উপলক্ষে যে উপমাটী ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও খুব চমৎকার ও তাৎপর্যপূর্ণ; উহাতে বলা হইয়াছে যে, আমরা যেন আল্লাহ প্রবর্তিত এক ও একক রশি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকি।' চক্র ও দল গঠন করিতে, দলগত মতবাদ গঠন করিতে এবং সংস্থার মধ্যে ভাঙন ধরাইতে কুরআন নিষেধ করিয়াছে। যে সব লোক দলাদলির সৃষ্টি বা সংস্থাকে বিভক্ত করে বা ধর্মের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া তার উপর ভিত্তি করিয়া নূতন দল গঠন করে, তাহাদিগকে কুরআন কঠোর ভাবে তিরস্কার করিয়াছে। বলা হইয়াছে: যাহারা দ্বীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে তাহাদের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নাই; তাহাদের বিষয় আল্লার এখতিয়ারভুক্ত, আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন। —[সূরা আনআম: ১৫৯ আয়াত] কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ করা হইয়াছে—"কিন্তু মানুষেরা খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছে তাহাদের দ্বীনকে (অর্থাৎ মহৎ ধর্মকে যাহা করা হইয়াছিল সমগ্র মানব সমাজের জন্য); এইভাবে তাহারা উহাকে করিয়াছে বিভিন্ন জামাতে বিভক্ত; এবং প্রত্যেক দল তার নিজস্ব জামাত লইয়াই খুশীতে মগ্ন হইয়াছে।' —[সূরা রুম, ৩২ আয়াত]

এই যে বিভেদ আর ভাঙন, এর ফলে পৃথিবীর শান্তিই নষ্ট হইয়াছে; এর মূলে রহিয়াছে মানুষের মৌল সংবিধানকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা—একথা ভুলিয়া যাওয়া যে আমরা সকলেই আল্লার নিকট হইতে আসিয়াছি এবং তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইব। অনুরূপভাবে বর্ণগত ও গোত্রগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে কুরআন নস্যাৎ করিয়া দিয়াছে; কুরআন ঘোষণা করিয়াছে যে, মানব সমাজের উদ্ভব আদম হইতে এবং আদমকে সৃষ্টি করা হইয়াছিল মৃত্তিকা হইতে। কুরআনে শয়তানকে অভিশপ্ত বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, যেহেতু সে তর্ক করিয়া এই মিথ্যা দাবী প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল যে, তাহার উৎপত্তি উচ্চতর কুলে এবং আদমের উদ্ভব নিম্নকুলে। সে বলিয়াছিল "মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে মৃত্তিকা হইতে এবং আমার উদ্ভব হইয়াছে অগ্নি হইতে।" এই প্রকার বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব (Sense of exclusiveness) মানব সমাজের মধ্যেও দেখা যায়; বহু সমাজ এই অহমিকাপূর্ণ দাবী করে যে, তাদের ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত তাহা শ্রেণীবিচারে উচ্চতর; কিন্তু এই প্রকার মিথ্যা দাবীকে কুরআন কঠোরভাবে নিন্দা করিয়াছে এবং আঁ হজরতের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিরুদ্ধবাদীরা যাহাই বলুন না কেন, ইসলাম পরবর্তী যুগের ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দিবে যে, ইসলামই হইতেছে একমাত্র ধর্ম—যাহা জাতিগত, গোত্রগত ও বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যা অহমিকাকে কোন মূল্যই দেয় নাই, বরং ঐ প্রকার দাবীকে প্রতিহত করিয়াছে। ধর্ম হিসাবে ইসলাম তার অনুসারীদিগকে এই আদেশ প্রদান করিয়াছে যে, তাহারা যেন মানুষকে রক্তের সম্বন্ধের ভিত্তিতে বিচার না করে; বা ভৌগোলিক নৈকট্য বা দূরত্বের ভিত্তির উপর মানব সমাজের মধ্যে ভেদাভেদের রেখা না টানে। ইসলামের অভিমত হইতেছে এই যে, তিনিই মহত্তম, যিনি "মুত্তাকী"। "মুত্তাকী" বলিতে ঐ মানুষকে বুঝা যায় যিনি ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তিগুলিকে জয় করিয়াছেন এবং তাঁর জীবনের ধারা নিয়ন্ত্রিত হয় বিধি প্রবর্তিত বিধান দ্বারা। উহা ব্যতিরেকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে আর যে সব চাকচিক্য ও পরিচয়ের ধোকা দেখা যায়, ইসলামের দৃষ্টিতে তার কোনই মূল্য নাই।

বর্তমানে মানব সমাজ বহুধা বিভক্ত; তাহা ছাড়া "জাতীয়তাবাদ" (Nationalism) নামীয় এক নূতন দেবতার পূজার বেদীতে অর্ঘ প্রদান করিতে করিতে মানুষ অভিশপ্তের জীবন যাপন করিতেছে। এক্ষণে মানুষ ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছে যে, মানুষের ভ্রাতৃত্বসংঘ কেবলমাত্র রূহানী নীতিকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিতে পারে; এবং কোনক্রমেই বর্ণ, গোত্র বা সুবিধাবাদের ভিত্তির উপর উহা সম্ভবপর নয়। উক্ত "রূহানী" নীতি মানুষকে মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে এক মহা ভ্রাতৃসংঘে মিলিত হওয়ার প্রতি জোর দিয়াছে; উহাতে স্মরণ করান হইয়াছে, মানুষের মূলতঃ কি কি আছে বা নাই তার উপর মোটেই গুরুত্ব প্রদান করা হয় নাই। যাহারা বর্ণগত বা গোত্রগত ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে, তাহারা এক্ষণে বিশ্বের সকল স্থানেই ধিকৃত। যাহারা বিশ্বাস করে যে, জাতির শ্রেষ্ঠত্বের বিচার হইবে তার অর্থ নৈতিক উন্নতি ও শিল্পের অগ্রগতির জন্য, তাহারা আজ সর্বত্রই ঘৃণার পাত্র; এবং আরও শোচনীয় বিষয় এই যে, ঐ প্রকৃতির লোকেরা এক্ষণে মানসিক শান্তি হইতেও বঞ্চিত। আমি বলিতে চাই যে, ইসলাম প্রবর্তিত 'হজ্জ'ই হইতেছে একমাত্র অনুষ্ঠান যাহার মাধ্যমে ঐ রূহানী নীতির বাস্তব রূপদান এবং তদ্দ্বারা সমগ্র মানব সমাজকে একত্রীকরণ সম্ভব। 'হজ্জ' উপলক্ষে প্রতি বৎসর যে মুসলিম জনসমাবেশ হয় উহারই "মডেলে" সমগ্র মানব সমাজকে জাতীয়তার বন্ধন ডিঙাইয়া একত্রিত করা সম্ভবপর হইতে পারে।

ইসলামের মতে যে রূহানী নীতির ভিত্তিতে সমগ্র মানব সমাজকে একত্রিত করা যাইতে পারে, উহা হইতেছে "ন্যায়" প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নিষ্ঠা। কুরআনে বহু স্থানে ন্যায় রূপায়ণ সমাজ ও ন্যায় পরায়ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের একান্ত প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষকে আহ্বান জানান হইয়াছে যেন সে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করে, যেন সে ন্যায়ের তুলাদণ্ডকে সমান ভাবে খাড়া রাখে; তাহাকে অন্যায় বাটখারা ব্যবহার করিতে বা নিজের সুবিধামত তুলাদণ্ডকে একদিকে ঝুঁকাইয়া দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে। আমাদিগকে আহ্বান করিয়া বলা হইয়াছে যে, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজন হইলে আমরা যেন সত্য সাক্ষ্য প্রদান করি, যদিও তাহা আমাদের আত্মীয় স্বজন, আপনজন বা বন্ধুবান্ধবদের বিরুদ্ধেও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যায়। এমন এক সময় ছিল যখন কোন মানুষ অনাচার ও অত্যাচারে জর্জরিত হইলে তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করাই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। অনুরূপভাবে ধারণা করা হইত যে, অনাচার ও অত্যাচারে প্রপীড়িত মানুষকে যদি এই আশ্বাস প্রদান করা হয় যে, বিধাতা নম্র ও পতিত লোকের সহিতই রহিয়াছেন এবং পরকালে উহার জন্য সে পুরস্কৃত হইবে, তাহা হইলে একটি মহৎ ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদিত হইল। যে গঠনমূলক সংস্থা "ন্যায়" এর আদর্শের জের প্রতিষ্ঠিত নয়, কুরআন উহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্মে "বিনয়ের" কথা বলা হইয়াছে ; আর বলা হইয়াছে যে, যাহা "কায়সরের" প্রাপ্য তাহা "কায়সরকে" দাও ; এবং যাহা বিধাতার প্রাপ্য তাই বিধাতাকে প্রদান কর (Render unto ceasar what is ceasar's and to God what is of God) ; ঐ ভিত্তির উপরই খৃষ্টীয় সমাজ গঠন করার কথা খৃষ্টান ধর্মের পক্ষ হইতে বলা যাইতে পারে। উহা কখনই বলিতে পারে না যে, 'ন্যায়' এর উপর ভিত্তি করিয়া সমাজ সংঘঠন কর—'ন্যায়' এর প্রতিষ্ঠা মানে ন্যায্য আইন প্রয়োগের দ্বারা "ন্যায়" কে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। ইসলামের ব্যবস্থা এই যে, 'ন্যায়' এর বিধান অমান্য করিলে অমান্যকারীকে শাস্তি দান করিতে হইবে এবং অন্যায় করার ফলে যাহার ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাঁহার ক্ষতি পূরনেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এর জন্য প্রয়োজন হইলে ন্যায্য ভাবে শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সমস্ত শক্তি ও সামর্থ একমাত্র আল্লারই এখতেয়ারভুক্ত এবং যে কেহ উহা তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়াছে তাহা সে অবশ্যই প্রয়োগ করিবে—নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য নয়. কিন্তু আল্লারই মহান নামে আল্লারই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য।

[ক্রমশঃ]

www.ahlehadeethbd.org

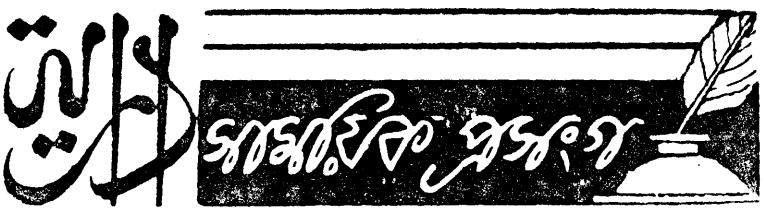

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পাশবিক শক্তি ও সংখ্যা-গরিষ্ঠতার অভিশাপ

মানব সমাজের উদ্ভব হওয়া অবধি যে সব ব্যাপার মানুষের সুখশান্তি বিঘ্নিত করিয়া আসিতেছে তন্মধ্যে পাশবিক শক্তির উন্মাদনা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার অপপ্রয়োগ সর্বপ্রধান। সমাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারের যাবতীয় ক্ষেত্রে—এমন কি ধর্মীয় ব্যাপারসমূহেও পাশবিক শক্তি ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী লোক ও দলগুলি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও অপ্রতিহত আধিপত্য বলে বলীয়ান হইয়া দুর্বলদের উপর চিরকাল যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়া আসিতেছে এবং সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার ও সঙ্গত দাবী অম্লান বদনে পদদলিত করিয়া আসিতেছে। পাশবিক শক্তিতে বলীয়ান ও সংখ্যাগরিষ্ঠদের দুর্বার শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহাকে জনকল্যানের খাতে প্রবাহিত করিবার জন্য এই মর জগতে ইসলামের আবির্ভাব হয়।

ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে পাশবিক শক্তিতে বলীয়ান সংখ্যাগরিষ্ঠ মুশরিক কাফিরের দল দুর্বল সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিমদের উপরে যে অত্যাচার যুলুম করে তাহা সকলেরই জানা কথা। এই দুই শক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি ও দল সাধারণতঃ বিবেকের মাথা খাইয়া বসে। ন্যায় ও সত্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতে তাহারা মোটেই প্রস্তুত থাকে না। ঐ মুশরিক কাফিরদেরও ন্যায়ের কোন বালাই ছিল না। পাশবিক শক্তির অপ্রতিহত অন্যায় আচরণে বাধা দিবার জন্য মুসলিমদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অনুমতি দেওয়া হয়। উহাই ইসলামে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ নামে আখ্যায়িত হয়। পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে পাশবিক শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলাই করিয়া থাকেন উপযুক্ত পরিবেশ সৃজন করিয়া। নরপিশাচ দুর্দ্ধর্ষ জালূতের কবল হইতে দুর্বল ইসরাঈলীদিগকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলাই শক্তিশালী যুদ্ধবিশারদ তালুতকে নিঃস্ব-দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও রাজা নিযুক্ত করেন এবং তাঁহারই অধীনস্থ সৈনিক দাউদ আঃ কে দিয়া জালুতকে হত্যা করান। এই ঘটনা বর্ণনা করিবার পরে আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে তাঁহার এই নীতি ঘোষণা করেন যে, এক শক্তি দ্বারা অপর শক্তিকে এবং এক দল দ্বারা অপর দলকে আল্লাহ তা'আলার প্রতিহত করার পশ্চাতে থাকে জনকল্যাণ। তিনি বলেন,

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض •

মানুষের এক দলকে অপর দল দ্বারা বাধা দেওয়ার নীতি যদি আল্লাহ গ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাশবিক শক্তির অপর একটি রূপ :

রাজক্ষমতা হইতেছে পাশবিক শক্তি প্রয়োগের আর একটি রূপ। রাজক্ষমতার অন্যায় ব্যবহার ও অপপ্রয়োগ জনগণের দুঃখ দুর্দশার একটি শক্তিশালী কারণ হইয়া উঠে। কুর্‌আনী বিবরণগুলিতে ইহার যে সব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তন্মধ্যে ফির্‌'আওনের রাজক্ষমতা সর্বপ্রধান। ফির্‌'আওন যে জাতির লোক ছিল তাহার রাজ্যের অধিবাসী ইস্‌রাঈলীগণ সেই জাতির লোক ছিলনা। ফির্‌'আওন রাজক্ষমতার মোহে অন্ধ হইয়া ইসরাঈলীদের উপর যে অত্যাচার নির্যাতন চালাইয়াছিল তাহা কুর্‌আন মজীদের বহু স্থানে বিবৃত হইয়াছে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হইতেছে আল্লাহ তা'আলার সুবিদিত নীতি। আর আল্লার এই নীতি বদলায় না। দুষ্টকে ধংস করার উল্লেখ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কুর্‌আন মজীদের তিন স্থানে বলেন, "তুমি আল্লার এই নীতিতে কোন ক্রমেই কোন পরিবর্তন পাইবে না"—আল্‌-আহযাব : ৬২, ফাত্তির : ৪২, আল্‌ ফাত্‌হ্‌ : ২৩। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার এই নীতি প্রয়োগ করিয়া পাশবিক বলে বলীয়ান অত্যাচারী ফির্‌'আওন ও তাহার দলবলকে সুকৌশলে ধংস করেন এবং দুর্বল ইসরাঈলীদিগকে রাজক্ষমতা দান করেন।

ভারতে সংখ্যা লঘু মুসলিমদের দুর্দশা :

পাকিস্তানের জন্মের পূর্বে অখণ্ড ভারতে হিন্দুদের পাশবিক শক্তি ও সখ্যাগরিষ্ঠতা এতদুভয়ের চাপে মুসলিমগণ নিস্পিষ্ট হইতেছিল। তবুও ভাগ্যক্রমে এই দুই জাতির মাথার উপরে আল্লাহ তা'আলা বসাইয়া রাখিয়াছিলেন একটি তৃতীয় দলকে—খৃষ্টান বৃটিশ জাতিকে। তাহারা তাহাদের শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে নিজেদের স্বার্থের খাতিরে মুসলিমদিগকে বাঁচিয়া থাকিবার মত যৎসামান্য যে সুবিধাটুকু দিতে থাকে তাহাকেই সম্বল করিয়া মুসলিমগণ অগ্রসর হইতে হইতে শেষ পর্যন্ত আল্লার দয়ায় পাকিস্তান লাভ করে। ইতিহাসে ঘুরিয়া ফিরিয়া একই রকম ঘটনা ঘটে। তাই পাকিস্তানী বিভিন্ন দল ও বিভিন্ন মতবাদের অনুসারীদিগের খিদমতে আমাদের বিশেষ নিবেদন এই যে, তাঁহাদের যে দলই যখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সমর্থ হন তখন তাঁহারা যেন সর্বদা সতর্ক থাকেন, যেন তাঁহারা সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার কোন ক্রমেই পদদলিত করিয়া আল্লার গযব নিজেদের জন্য ডাকিয়া না আনেন। সর্বদা ইসলামের 'আদ্‌ল নীতিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন। ধার্মিকগণ বলেন, আদ্‌ল দ্বারা রাজক্ষমতা স্থায়ী থাকে আর আদলের পথ ছাড়িয়া দিলেই আল্লাহ তা'আলা রাজক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

ধর্মীয় ব্যাপারে রাজক্ষমতার দৌরাত্ম্য :

মুসলিম জাতির মধ্যে বিভিন্ন যুগে বিতর্কমূলক ইসলামী বিধান সম্পর্কে একতরফা হস্তক্ষেপ মুসলিমদের সামাজিক জীবনে বহু অশান্তি ও অকল্যাণ আনিয়াছে। 'কুর্‌আন আল্লার কালাম' এই সম্পর্কে কূট তর্ক করিতে গিয়া সুন্নী ও মু'তাযিলীদের মধ্যে এক পর্যায়ে মতভেদ হয়। অনন্তর আব্বাসী বাদশাহ মামুন নিজে মু'তাযিলী হন। তারপর কুর্‌আন সম্পর্কিত ঐ বিশেষ একটি মাস্‌আলা সম্পর্কে তিনি গোঁ ধরিয়া বসেন এবং হুকুম জারী করেন যে, ঐ মাস্‌আলা সম্পর্কে মু'তাযিলী মত যে আলিমই না মানিবে তাঁহাকেই হত্যা করা হইবে। তদনুযায়ী হাযার হাযার সুন্নী আলিমকে

www.ahlehadeethbd.org

হত্যা করা হয় এবং লক্ষ লক্ষ সুন্নী মুসলিম প্রাণের ভয়ে ঐ মতবাদ স্বীকার করে। এই হত্যাযজ্ঞ আরম্ভ হয় মামূনের রাজত্বকালে হিঃ ২১৮ সনে, আর উহা চলিতে থাকে হিঃ ২৩৪ সন পর্যন্ত। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্‌বাল এই দীর্ঘ কাল জেলে আবদ্ধ থাকেন এবং বেত্রাঘাতে জর্জরিত হইতে থাকেন।

ধর্মীয় মতবাদ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভিশাপঃ

ধর্মীয় মতবাদে রাজক্ষমতার যে অপপ্রয়োগ হইয়া থাকে তাহার পশ্চাতে অনেক ক্ষেত্রেই ঐ মতবাদের অনুসারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অপপ্রয়োগ কার্যকরী হইয়া থাকে। কোন নিরপেক্ষ রাজক্ষমতা সংখ্যালঘু লোকদের কোন ধর্মীয় মতবাদ সমর্থন করিয়া বসিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ঐ রাজক্ষমতাকে স্থির থাকিতে দেয় না—প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ তুলিয়া সরকারকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলিম হানাফী এবং তাই অধিকাংশ সরকারী কর্মচারীও হানাফী। কিন্তু সব মুসলিমই হানাফী নয়। পাকিস্তানী মুসলিমদের প্রায় পঁচ ভাগের এক ভাগ রহিয়াছে আহলুল্‌-হাদীস। তাহা ছাড়া বহু শী'আ মুসলিমও রহিয়াছে। হানাফী মৌলবী মাওলানাগণ হানাফী কর্মচারীদের সহায়তায় তাঁহাদের মতবাদকে অপর সম্প্রদায়গুলির ঘাড়ে চাপাইতে কোন কসুর করেন না। সম্প্রতি আলীয়া মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক সমিতি তাঁহাদের কার্যকরী এক সভায় এই মর্ম এক প্রস্তাব পাশ করেন যে, মাদ্রাসাসমূহে যেন কেবল মাত্র হানাফী মযহাবের মতবাদ সম্বলিত কিতাবই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হয় এবং এবং ঐ প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের নিকট পেশও করেন। ঐ প্রস্তাবে স্পষ্ট ভাষায় এই কথাই বলা হয় যে পাকিস্তানে যেহেতু অধিকাংশ মুসলমান হানাফী কাজেই মাদ্রাসাসমূহে কেবলমাত্র হানাফী আলিম-লিখিত হানাফী মাযহাব সম্বলিত কিতাব পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হউক। তারপর তাফসীর শাস্ত্রে জালালাইন, বায়যাবী ও কাশশাফে এবং হাদীস শাস্ত্রে মিশকাত অ-হানাফীর রচিত বলিয়া ঐ গুলির স্থলে কোন হানাফী আলিমের সংকলিত তাফসীর ও হাদীস-গ্রন্থ পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করেন। এই প্রসঙ্গে বর্তমান যুগে লিখিত কোন কোন কিতাবের নামও উল্লেখ করা হয়।

বর্তমান যুগে মৌলবী মাওলানাদের উল্লিখিত আচরণ হইতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা তাঁহাদের মতবাদের দুর্বলতা উপলব্ধি করিয়াই হয় তো এই পন্থা অবলম্বন করেন। পাছে অন্য মাযহাবের কিতাব পড়িয়া কেহ অন্য মাযহাবেরও যথার্থতা ও সত্যতা স্বীকার করিয়া বসে সম্ভবতঃ এই আশংকাতেই তাঁহারা হানাফী শিক্ষার্থীকে 'কুয়ার বেঙ' করিয়া রাখিতে চান। আমরা এইরূপ সঙ্কীর্ণতা মোটেই সমর্থন করি না। বরং আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদিগকে সকল মতবাদের যুক্তি প্রমাণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখিতে নির্দেশ দিয়া থাকি, যাহাতে তাঁহারা যথার্থটি মতবাদ বাছিয়া লইতে পারে। তাই আমরা ঢাকাস্থ মাদ্‌রাসাতুল হাদীসে শিক্ষার্থীদিগকে হানাফী ফিক্‌হ ও উসূলুল্‌ ফিক্‌হ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছি। যে অস্ত্র দ্বারা হানাফী মাযহাব আহলুল্‌ হাদীস মতবাদকে আক্রমণ করিতে আসিবে সেই অস্ত্র দ্বারাই তাহাদের আক্রমণ ঠেকাইতে হইবে। আহলুল্‌ হাদীস তালিবুল্‌ ইলম কেবলমাত্র তাহার মযহাবের জ্ঞান লাভ করিয়া 'কুয়ার বেঙ' হইয়া থাকুক—ইহা আমরা চাই না।

পরিশেষে কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে তাঁহারা আহলুল্‌ হাদীস মাযহাবের প্রাচীন ইমামদের জীবনী ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলী হইতে কোন কোন গ্রন্থ আলীয়া মাদ্‌রাসার পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিয়া সকল শিক্ষার্থীকে ইসলামের উদার নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে সাহায্য করিবেন।

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৮

পূর্ব প্রকাশিতের পর]

যিলা ঢাকা

সেপ্টেম্বর মাস

অফিসে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। আবদুল মতীন মুয়াজ্জিন নাজিরা বাজার মসজিদ এককালীন ১৲ ২। আলহাজ মোহাঃ ফযলুর রহমান নাজিরা বাজার অন্যান্য ৫৲ ৩। মোহাঃ আমসু মিঞা ঠিকানা ঐ সদকা ৬৲ ৪। মৌঃ মোহাঃ সিরাজুল হক নাজিরা বাজার ঠিকানা ঐ সদকা ১০৲।

আদায় মারফত মৌলবী মোঃ সায়াদাতুল্লাহ মাষ্টার সাহেব

৫। বোরহান উদ্দীন বেপারী সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই কুরবানী ৩৲ ৬। আবদুল আলী বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৭। হাজী মোহাঃ আবদুল কুদ্দুস ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৮। মোহাঃ ফিয়াউদ্দীন বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ৩৲ ৯। মোহাঃ রমযান আলী বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১০। মোহাঃ ওয়াজেদ উদ্দীন বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ৪৲ ১২। মোহাঃ জিগির আলী বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১৩। মহীউদ্দীন বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১৪। মোহাঃ আবদুল বাছির বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১৫। ইকুরিয়া পশ্চিমপাড়া জামাত হইতে মাষ্টার সায়াদাতুল্লাহ সাহেব ঠিকানা ঐ কুরবানী ৩১৲ ১৬। ইকুরিয়া দক্ষিণপাড়া ব্যবসায়ী মাঃ মওঃ বশির উদ্দীন আহমদ ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ১৭। মোহাঃ সফদর আলী বেপারী সাং তেঁতুলিয়া পোঃ ধামরাই যাকাত ১০৲ ১৮। হাজী মোহাঃ রিয়াজুদ্দিন সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই যাকাত ৫০৲।

যিলা ময়মনসিংহ

দফতরে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মওঃ মোহাঃ আবদুল কাদের সাং কুকুরিয়া পোঃ বাদশাহাজানী কুরবানী ৪৭৲ ২। মোহাঃ আবদুল হালীম চোহালী কুরবানী ৩৲ ৩। মৌঃ মোহাঃ মফিজ উদ্দীন সাং হাবলা বিলপাড়া উশর ৫৲ ৪। ডাক্তার ভাজন আলী ক্যাশিয়ার শরিষাবাড়ী ইলাকা জমঈয়ত হইতে মারফত জেনারেল সেক্রেটেরী মৌঃ মোহঃ আবদুর রহমান ২৫০৲।

যিলা কুষ্টিয়া

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ সাদেক আলী সাং খারাগোদা পোঃ কালুপোল এককালীন ৫৲।

যিলা যশোর

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ মহীউদ্দীন মণ্ডল সাং লক্ষিপুর পোঃ সাগাল্লা এককালীন ১৲ ২। মওলানা আবদুর রহমান সাং বিসনত গোড়াগাছা এককালী ২৲।

যিলা কুমিল্লা

দফতরে প্রাপ্ত

১। জগতপুর জামাত হইতে মারফত মওলানা আবদুল হামীদ পোঃ মাদ্‌রাসা জগতপুর কুরবানী ৪০৲ ২। মৌঃ মোহাঃ আকরম আলী ভূইঞা সাং কোরপাই পোঃ নিমসার ফিংরা ১৩৲।

www.ahlehadeethbd.org

যিলা বগুড়া

দফতরে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ তাজাম্মল হোসেন সাং গোপীপুর পোঃ ডেমাজানী কুরবানী ১০৲।

যিলা দিনাজপুর

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মৌঃ নূরুদ্দীন আহমদ সাং চরকুলিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা পোঃ নূরুল হুদা উশর ২০৲।

যিলা পাবনা

দফতরে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ মতীউরর রহমান খান সাং কানসোনা পোঃ সলপ এককালীন ২৲।

যিলা খুলনা

১। খুলনা, যশোর যিলা জমঈয়তের সেক্রেটারী মৌঃ আবুল খায়ের সাহেব কেন্দ্রীয় জমঈয়তের অংশ বাবত আদায়ী টাকা হইতে ৯৭২৲।

যিলা ঢাকা

অক্টোবর মাস

দফতরে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ নাছির মিঞা কালির বাজার নারায়ণগঞ্জ কুরবানী ১২৲ ২। মৌঃ মোহাঃ ইব্রাহিম হোসেন বি এ, ৩৯ নং সার সলিমুল্লাহ রোড নারায়ণগঞ্জ কুরবানী ৪৲ ৩। আলহাজ হাফেজ মোহাঃ উউসুফ ফেরাজী কান্দা পোঃ মদনগঞ্জ এককালীন ৯৲।

যিলা ময়মনসিংহ

আদায় মারফত মুন্সী মোঃ ইব্রাহিম

১। মোহাঃ সিদ্দিক হোসেন আখন্দ সাং ও পোঃ বোর্নী ফিৎরা ১০৲ ২। মোহাঃ কলিম উদ্দীন মিঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৩। মোহাঃ সিদ্দিক হোসেন আখন্দ ঠিকানা ঐ কুরবানী ৩৲ ৪। মোহাঃ দেলওয়ার হোসেন সাং ফজিল হাটী টাঙ্গাইল যাকাত ১২৲ ৫। মৌঃ আবদুল হালীম মিঞা সাং কাঞ্চণপুর পোঃ জাহাঙ্গির নগর এককালীন ১০৲ ৬। মোহাঃ হেলালুউদ্দীন সরকার তারা বাড়িয়া পোঃ কাঞ্চণপুর ফিৎরা ১৫৲। ৭। মোহাঃ আবদুল্লাহ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৩৲।

যিলা রংপুর

দফতরে প্রাপ্ত

১। মৌলানা মোহাঃ ইদ্রিস সাং ও পোঃ মৌভাষা কুরবানী ২৫৲

যিলা বগুড়া

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আতীকুল্লাহ আখন্দ সাং ও পোঃ ছয়াকুয়া উশর ১৲ ২। মোহাঃ তোফাজ্জল হোসেন সেক্রেটারী জয়পুর হাট আহলে হাদীস মসজিদ পোঃ জয়পুর হাট এককালীন ৫৲ ৩। প্রাণনাথপুর আহলে হাদীস জামাত হইতে মারফত মৌঃ এ এস এম, হাবীবুর রহমান ফিৎরা ২০৲।

যিলা যশোর

দফতরে প্রাপ্ত

১। মোছাম্মৎ রোকেয়া খাতুন মারফত মওলানা আবদুর রহমান কিসমত ঘোড়াগাছা পোঃ সাগাল্লা অন্যান্য ১৲।

যিলা কুমিল্লা

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আহসানুল্লাহ সরকার সাং গৌরসার পোঃ এলাহাবাদ এককালীন ১০৲।

যিলা ঢাকা

নভেম্বর মাস

১। আলহাজ মোহাঃ ফযলুর রহমান নাজিরা বাজার আকিকাহ ৫৲ ২। মৌঃ মোহাঃ নূরুল ইসলাম মোল্লা সাং পাঁচরুখী এককালীন ৫৲ ৩। মৌঃ মোঃ গুলজার হোসেন সাং ও পোঃ পাঁচরুখী এককালীন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫৲ ৪। মৌঃ মোহাঃ ইউনুস আলী মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন ৫৲ ৫। মৌঃ মোহাঃ বিলাল মিঞা সাং চকপাড়া পোঃ মাওনা, কুরবানী ১৫৲ ৬। ডাঃ মমতাজুর রহমান, সিভিল সার্জেন আমীনপুর রোড যাকাত ২৫৲ ৭। ডাঃ মৌঃ সাইফুদ্দীন আহমদ এল, এম, বি ৫৮, নর্থ চাষারা নারায়নগঞ্জ যাকাত ২০০৲ ৮। বেগম হাবিবা খাতুন ৫৮, নর্থ চাষারা নারায়নগঞ্জ যাকাত ১০০৲।

আদায় মারফত আলহাজ মৌঃ মোঃ সোলায়মান

কাঞ্চন

৯। কাঞ্চন জামাত হইতে ফিৎরা ২৫৲ ১০। দেওয়ান মোহাঃ ফয়জুদ্দীন ও আবদুল মজীদ মুন্সী চৌধুরী পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৩০৲ কুরবানী ৫৲ ১১। ডাঃ মোহাঃ মিজানুর রহমান কালাদী জামাত হইতে ফিৎরা ১১৲ ১২। মৌঃ মোহাঃ জহির উদ্দীন চরপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ১০৲ ১৩। মৌঃ আঃ হামীদ কেন্দুয়া জামাত হইতে ফিৎরা ৫৲ ১৪। আলহাজ মোহাঃ রহম আলী কেন্দুয়া পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ১০৲ ১৫। আলহাজ মৌঃ মোহাঃ সোলায়মান কাঞ্চন জামাত হইতে কুরবানী ১০৲।

আদায় মারফত মুন্সী মোহাঃ আব্বাছ আলী সাহেব সাং ব্রহ্মণখালী

১৬। মোহাম্মদ আলী মিঞা কুরবানী ১৲ ১৭। মোহাঃ মোস্তা মোল্লা কুরবানী ২৲ ১৮। মোহাঃ হোসেন আলী ভূঞা গোবিন্দপুর কুরবানী ১৲ ১৯। মোহাঃ আব্বাছ আলী সরদার সাং সোলফিনা কুরবানী ১৲ ২০। মোহাঃ দাইমউদ্দীন সাং সোলফিনা কুরবানী ১৲ ২১। মোহাঃ হাবীবুর রহমান সাং সিমলিয়া কুরবানী ১৲ ২২। মোহাঃ মোমতাজ উদ্দীন সাং সোলফিনা কুরবানী ১৲ ২৩। মোহাঃ আবদুল খালেক সাং রঘুরামপুর কুরবানী ১৲ ২৪। মোহাঃ আকবর মোল্লা সাং কালনী কুরবানী ১,৭৫ ২৫। মোহাঃ ইয়াকুব, ব্রাহ্মণখালী কুরবানী ১৲ ২৬। আবদুল হাকীম ভূঞা শিমুলিয়া কুরবানী ১৲ ২৭। মোহাঃ সোনা মুন্সী সাং শিমুলিয়া কুরবানী ৫০ ২৮। মোহাঃ আবদুল আলী সাং কালনী কুরবানী ৪৲ ২৯। মোহাঃ কান্দুরা বেপারী ব্রাহ্মণখালী কুরবানী ৫,৫০ ৩০। মোহাঃ সাগু মুন্সী সাং গোবিন্দপুর কুরবানী ২৲ ৩। মোহাঃ মোমেন উদ্দীন সাং ব্রাহ্মণখালী কুরবানী ১৲।

যিলা রাজশাহী

আদায় মারফত

মৌঃ মোহাঃ আনছারুজ্জামান সাহেব

অধ্যাপক রহণপুর ইউসোফ আলী কলেজ

১। মৌলবী মোহাম্মদ গিয়াছ উদ্দীন মণ্ডল সাং আলী নগর ফিৎরা ২০৲ ২। মুন্সী মোহাঃ বিলাল উদ্দীন ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ এককালীন ৫৲ ৩। মোহাঃ সাজ্জাদ আলী মাষ্টার সাং ইমাম নগর ফিৎরা ৫৲ ৪। মৌলবী মোহাম্মদ শাফাতুল্লাহ ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৫। মৌলবী মোহাঃ মনসুরুর রহমান সাং নামোরাজা রামপুর উশর ১০৲ ৬। মৌলবী মোহাঃ তমিজ উদ্দীন বিশ্বাস ঠিকানা ঐ উশর ১০৲ ৭। মৌলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান ঠিকানা ঐ জামাতের পক্ষ হইতে ফিৎরা ৩০৲ ৮। মৌঃ মোহাঃ হোসেন ঠিকানা ঐ জামাতের পক্ষ হইতে ফিৎরা ২০৲ ৯। আলহাজ মোঃ খলিলুর রহমান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৫৲ ১০। মৌঃ শাহ মোহাম্মদ ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ১১। মৌঃ মোহাঃ বিলালউদ্দীন সাং ও পোঃ আলিম নগর ফিৎরা ২৫৲ ১২। মোহাঃ জাতাব আলী সাং নাদিরাবাদ পোঃ ঐ ফিৎরা ১৫৲ ১৩। মোহাঃ দাউদ আলী মণ্ডল সাং বাচ্চামারা ফিৎরা ১০৲ ১৪। মোহাঃ আঃ জলিল সাং লতিফাবাদ ফিৎরা ১০৲ ১৫। মোহাঃ মমতাজউদ্দীন সাং নাদিরাবাদ ফিৎরা ৫৲ ১৬। মৌঃ মোহাঃ আবদুর রহিম ইমাম নামোরাজারামপুর জামে মসজিদ কুরবানী ১০৲ ১৭। মোহাঃ আবদুল কুদ্দুস ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৫৲ ১৮। মোহাঃ আনসারুজ্জমান অধ্যাপক মোহনপুর কলেজ এককালীন ১০৲ ১৯। মওঃ মোহাঃ রোস্তম আলী দেওয়ান এম, এ প্রিন্সিপ্যাল সান্তাহার কলেজ জিলা বগুড়া ১০৲ ২০। মোহাঃ একিন আলী গ্রাং কৃষ্ণপুর জিলা পাবনা কুরবানী ৫৲ ২১। মৌঃ মোহাঃ গোলাম রহমান শালবোন পোঃ রংপুর টাউন যাকাত ২৫৲ ২২। মোহাঃ সাদেক আলী সাং খারাগোদা পোঃ কালুপোল কুষ্টিয়া এককালীন ৫৲।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আররাফাত সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খণ্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

...dmanul Hadeeth
Phone : 45490
Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান
দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org